NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আলোচনার জন্য যুগ্ম সংসদীয় কমিটিতে 'এক দেশ এক ভোট'

জেলা পুলিশের হানায় উদ্ধার ৪৭ কেজি গাঁজা, গ্রেপ্তার ১ ৫

কলকাতা ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ ৪ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.12.2024, Vol.18, Issue No. 189 8 Pages, Price 3.00

নামের বানান ভুল! ধনকড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ জানান, নিয়ম মেনে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়নি। তাছাড়াও প্রস্তাবে ধনকড়ের নামের বানান ভুল ছিল। এই দুই কারণেই খারিজ করা হল রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব।

গত সপ্তাহেই বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদেরা একজোট হয়ে ধনকড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন রাজ্যসভায়। বিরোধী শিবিরের তরফে অভিযোগ তোলা হয়, রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের আসনে বসে লাগাতার পক্ষপাত করে চলেছেন ধনকড়। বিরোধী সাংসদদের কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধীরা কথা বলতে উঠতে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে তাঁদের, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানানো হলেও তা মানা হচ্ছে না। অন্যদিকে, শাসকদলের সাংসদদের সব দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে। লাগাতার এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবির সংবিধানের ৬৭(বি) ধারায় উপরাষ্ট্রপতি তথা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে।

কিন্তু মাত্র ৯ দিনের মাথায় সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেল রাজ্যসভায়। 'ত্রুটি'র কারণে সেটি বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান তথা জেডিইউ সাংসদ হরিবংশ নারায়ণ সিং। উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ধনকড়কে অপসারিত করার জন্য আনা এই অনাস্থা প্রস্তাবে 'প্রচুর ত্রুটি' রয়েছে বলে মনে করছেন রাজ্যসভায় ধনকড়ের ডেপুটি। তা ছাড়া ধনকড়ের 'সম্মান নষ্টের অভিপ্রায়ে' তাড়াহুড়ো করে এই অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে বলে মনে করছেন ডেপুটি চেয়ারম্যান।

উপরাষ্ট্রপতির পদ হল দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ। তিনিই সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচালনা করেন। সংবাদমাধ্যমের একাংশ জানিয়েছে, নিয়ম অনুসারে এই ধরনের অনাস্থা প্রস্তাব আনার ক্ষেত্রে ১৪ দিনের নোটিস দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সেই কারণে হরিবংশ রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি ধনকড়ের নামের বানানও সঠিক ভাবে লেখা হয়নি বলে দাবি করা হচ্ছে।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় সংসদে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন বলে অভিযোগ তুলে গত ১০ ডিসেম্বর অনাস্থা প্রস্তাব আনে ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেস, তৃণমূল, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টি-সহ 'ইন্ডিয়া'র সব শরিক দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে ওই প্রস্তাব জমা দেয়। বিরোধী শিবিরের ৬০ জন সাংসদ সই করেন ওই অনাস্থা প্রস্তাবে। সেটি তাঁরা জমা দেন রাজ্যসভার সচিবালয়ে।

তবে এই অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে অপসারণ করানো যে বিরোধীদের পক্ষে সহজ হবে না, শুরু থেকেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের অপসারণের জন্য অনাস্থা প্রস্তাবটি প্রথমে রাজ্যসভায় পেশ করতে হবে। সেখানে সাংসদদের ভোটাভুটিতে ধনকড়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রয়োজন। তারপর সেটি লোকসভায় পেশ হবে। সেখানেও একই ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ধনখড়ের বিরুদ্ধে মত প্রয়োজন। কিন্তু সাংসদ-সংখ্যার বিচারে ইন্ডিয়ার একক ভাবে ধনকড়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত তৈরি সম্ভব ছিল না।

সুপ্রিমে ঝুলেই ২৬ হাজারের ভবিষ্যৎ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: একাধিক বার পিছিয়ে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতে দিনভর শুনানির পরও যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থী বাছাই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল না। ফলে এসএসসিতে ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ ঝুলেই রইল।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে হওয়া এই শুনানিতে শীর্ষ আদালতের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য, এসএসসি। সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। প্রথম দফায় শুনানির পর মাঝে বিরতি হয়। দ্বিতীয় দফায় ফের শুরু হয় শুনানি। সেই শুনানি এখনও চলছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করা হবে, না কি যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের আলাদা করার নির্দেশ দেবে শীর্ষ আদালত, তা জানতে উদ্‌গ্রীব সকলেই।

বৃহস্পতিবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালত মূলত যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের বাছাই করার ওপরে জোর দিয়েছে। সম্ভাব্য কোন উপায়ে তা করা যায়, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছে। তবে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা না-গলে পুরো প্যানেল বাতিল করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা না গেলে পুরো প্যানেল বাতিল বাতিল করতে হবে।' এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে জানুয়ারি মাসে।

'ডাল মে কালা হ্যায়, ইয়া সব কুছ হি কালা হ্যায়' প্রধান বিচারপতি

বৃহস্পতিবার শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগের ক্ষেত্রে নম্বর কারচুপির প্রসঙ্গ তোলেন। লিখিত পরীক্ষায় নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বাছাই করতে রাজ্যের সম্মতি রয়েছে কি না। রাজ্যের আইনজীবী জানান, যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাইয়ে তাঁদের সমর্থন রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই বিষয়ে আলাদা আলাদা তথ্য দিয়েছে। এসএসসির আইনজীবী আদালতে জানান, নিয়োগ তালিকায় থাকা যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের বাছাই করা সম্ভব। তারপরেই এসএসসির উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন,কেন হাইকোর্ট বলল যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব নয়? তা বোঝানোর কথাও বলেন।

বৃহস্পতিবারের শুনানিতে 'সুপারনিউমেরারি' পোস্ট নিয়ে সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য। প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, 'অযোগ্যদের খুঁজে বার না-করে সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করলেন। ওই সময় কেন এটা করলেন? আপনারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন অযোগ্যদের বাদ দেওয়া হবে না।' রাজ্যের আইনজীবী বলেন, 'ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কোনও নিয়োগ করা হয়নি। হাই কোর্টের অনুমতি ছাড়া নিয়োগ করা যেত না।' প্রসঙ্গত, এসএসসিতে নিয়োগ করতে অনেক অতিরিক্ত পদ তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারই সেই অনুমোদন দিয়েছিল। অভিযোগ, ওই সমস্ত শূন্যপদে অযোগ্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল।

এসএসসি-র আইনজীবী শীর্ষ আদালতে বলেন, '২৬ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিছু নিয়োগে অনিয়ম হলেও, পুরো নিয়োগে নয়। ধাপে ধাপে পরীক্ষা হয়েছে। তাই সব ওএমআর শিট সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব ছিল না। ২০২১ সাল পর্যন্ত কোনও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়নি।' কিন্তু এসএসসির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি প্রধান বিচারপতি। তিনি এসএসসির উদ্দেশে বলেন, 'অন্যের হাতে তথ্য তুলে দিলেন। নিজেদের হাতে রাখলেন না? কী ভাবে এটা করতে পারলেন? আপনারাও কারচুপি করেছেন। পঙ্কজ বনসল যে কারচুপি করেছে তা জানা গিয়েছে। সমস্যা আপনাদের নিয়ে।' একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওএমআর শিট সংরক্ষণ নিয়েও। প্রধান বিচারপতি জানতে চান, 'কোন কোন ওএমআর শিটের তথ্য ক্যাপচার করা হয়েছে? সেটা দেখে দুপুর ২টোর মধ্যে জানান।'

শুনানির একটি পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল কি না, নষ্ট করলেও তা কত দিনের মধ্যে করার নিয়ম রয়েছে। রাজ্য জানায়, এক বছর পরে ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়। রাজ্য আরও জানায়, ওএমআর শিটের 'মিরর ইমেজ' সংরক্ষণ করে রেখেছে এসএসসি। তার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'সাধারণ ভাবে এটা সঠিক নয়। কেউ ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণ করে রাখেনি। এসএসসি করেনি। তারা দায়িত্ব দিয়েছিল নাইসাকে। তারাও করেনি।নাইসা আবার স্ক্যানটেককে দায়িত্ব দেয়। তারাও সংরক্ষণ করেনি। স্ক্যানটেক স্ক্যান করেই ছেড়ে দিয়েছিল।'

বড়দিনের ছুটি বাতিলে ক্ষুব্ধ মমতা, আম্বেদকর ইস্যুতে তোপ দাগলেন বিজেপিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়দিনের ছুটি বাতিলের অভিযোগ তুলে মোদি সরকারকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কে বড়দিনের উৎসব উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'আগে বড়দিন জাতীয় ছুটি হিসাবে গণ্য করত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তা বাতিল করেছেন। আমরা কিন্তু বাতিল করিনি। আমরা ছুটি দিয়েছি। কারণ, ওই দিন সকলেই চায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে বেরতে। আমরা সব সম্প্রদায়ের উৎসব পছন্দ করি।' এদিন থেকেই অ্যালেন পার্কে বড়দিনের কার্নিভাল শুরু হয়েছে। উৎসব চলবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত। এদিন উৎসবের সূচনা করতে গিয়ে বাংলায় সব ধর্মের, সব বর্ণের মানুষের সহাবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাকে নিমন্ত্রণ করায় আমি খুশি হই। আমি ভাগ্যবান যে আমি এই রাত উদযাপন করার সুযোগ পাই। বাংলা সকলকে নিয়ে চলে। এটা একটা সুন্দর উৎসব। এটা আমাদের একার কৃতিত্ব নয়। বাংলার মানুষের কৃতিত্ব।' বড়দিন উপলক্ষে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর জনারণ্যের আকার ধারণ করে পার্ক স্ট্রিট, অ্যালেন পার্ক-সহ সংলগ্ন এলাকা। মানুষ পরিবারকে নিয়ে উৎসবে সামিল হতে ছুটে যান। আর আনন্দের অনুষ্ঠান যাতে বিষাদে পরিণত না হয়, তার জন্য ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

> আগে বড়দিন জাতীয় ছুটি হিসাবে গণ্য করত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তা বাতিল করেছেন। আমরা কিন্তু বাতিল করিনি। আমরা ছুটি দিয়েছি। কারণ, ওই দিন সকলেই চায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে বেরতে। আমরা সব সম্প্রদায়ের উৎসব পছন্দ করি। প্রতিটি সম্প্রদায়েরই আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সকলকেই প্রয়োজন। বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা শুনে আমি স্তম্ভিত!
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এরপর দুয়ের পাতায়

সিবিআই তদন্তে আস্থা নেই, নয়া তদন্তের আর্জি হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআই তদন্তে আস্থা নেই, অভয়ার বাবা-মা নতুন করে মেয়ের খুনের তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্যাতিতার পরিবার হাইকোর্টকে জানায় বিচার প্রক্রিয়ায় অনেক খুঁত রয়েছে। সঙ্গে নতুন মামলার আর্জি জানান তাঁরা। তাঁরা বলেন, 'বর্তমানে যে তদন্ত চলছে তাতে আস্থা নেই। তাই নতুন করে খুনের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। তদন্তের নামে তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছে। ইতিমধ্যেই ট্রায়াল শুরু হয়েছে। সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। এখনই আদালত হস্তক্ষেপ না করলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।' সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা কথা বলার অভিযোগ তুলেছিলেন আগেই। এবার আরজি কর-কাণ্ডে মৃত মহিলা চিকিৎসকের বাবা-মা সরাসরি তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তুললেন। হাইকোর্টের নির্দেশের পরে ধর্ষিতা ও

মৃত চিকিৎসকের বাবা বলেন, 'সিবিআই ইচ্ছাকৃত ভাবেই ছেড়ে দিল বলে আমাদের মনে হল।' তবে সেই সঙ্গেই জানান, হতাশ হলেও সিবিআইয়ের কাছে যাওয়া ছাড়া তাঁদের সামনে কোনও পথ খোলা নেই। নির্যাতিতার মা বলেন, 'রাতে ও যে চারজনের সঙ্গে ছিল, তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। দু'জনকে সাক্ষী রেখেছে, দু'জনকে রাখেনি।' গত ১০ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানির দিনই সিবিআই তদন্ত নিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের ক্ষোভের আঁচ মিলেছিল। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে আরজি করের ওই মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়ার ধর্ষণ এবং খুনের বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রধান বিচারপতিই জানতে চান, কত দিনে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে?

এরপর দুয়ের পাতায়

আম্বেদকর ইস্যুতে সংসদে ধস্তাধস্তি

বিজেপি সাংসদকে ধাক্কার অভিযোগ রাহুলের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: বেনজির দৃশ্য সংসদ চত্বরে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আম্বেদকর-মন্তব্য ঘিরে সংসদের অন্দরে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সংঘাত বৃহস্পতিবার কার্যত পরিণত হয় ধাক্কাধাক্কিতে। অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক সাংসদকে ধাক্কা দিয়েছিলেন। সেই সাংসদ গিয়ে ওই বিজেপি সাংসদের গায়ে পড়ে যান। তাতেই পড়ে গিয়ে রক্ত ঝরে বিজেপি সাংসদের।

আম্বেদকর ইস্যুতে এদিন সকালে সংসদের মকর দ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী সাংসদরা। বিরোধীদের দাবি, আম্বেদকরকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য অমিত শাহকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। এমনকী শাহের ইস্তফাও দাবি করছে বিরোধী শিবির। বিরোধীদের দাবি, তাঁরা আম্বেদকর মূর্তির পাশেই বিক্ষোভ দেখাতেন। কিন্তু নতুন সংসদে আম্বেদকর মূর্তি পিছনের দিকে। তাই মকর দ্বারের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে হয়। এদিন আম্বেদকরের সম্মানে নীল রংয়ের পোশাক পরে সংসদে যান রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করেন বিজেপি সাংসদরা।

অভিযোগ, বিরোধী সাংসদরা মকর দ্বার আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিজেপি সাংসদরা সেসময় সংসদে প্রবেশ করতে চাইলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দুই শিবিরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হাতাহাতির রূপ নেয়। বালেশ্বরের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারেঙ্গীর দাবি, হাতাহাতির মধ্যে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক সাংসদকে ধাক্কা মারেন। সেই সাংসদ এসে তাঁর গায়ের ওপর পড়ে যান। সারেঙ্গীর কপালের কাছে সামান্য চোট লেগেছে। রিজিজু বলেন, 'প্রতাপচন্দ্র ছাড়াও আমাদের সাংসদ মুকেশ রাজপুত আহত হয়েছেন। ওঁরা কী ভেবেছেন! কী ভাবে এমন আচরণ করতে পারেন।' সংসদের ওই ঘটনা নিয়ে গান্ধিদের তোপ দেগেছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তাঁর দাবি, 'গান্ধিদের ঔদ্ধত্য আরও একবার সামনে চলে এল। এবার গান্ধিরা শারীরিক হেনস্তা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।' বিজেপির দাবি, মাথায় আঘাত লেগেছে সারেঙ্গীর। সতীর্থ বিজেপি সাংসদ এবং লোকসভার কর্মীরা ধরাধরি করে মকর প্রবেশদ্বারের বাইরে আনার পরে সারেঙ্গীকে দেখতে যান রাহুলও। খাড়গে বলেন, 'আমাকে সংসদের মকর দ্বারের কাছে বিজেপি সাংসদরা ধাক্কা দিয়েছেন।' তিনি জানান, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, অধিবেশন কক্ষের অন্দরে সারেঙ্গী আহত হওয়ায় রাহুলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে হলে সংসদীয় বিধি মেনে স্পিকারের অনুমতি নিতে হত বিজেপিকে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধানের ৭৫ বছর নিয়ে বিতর্কের শেষে জবাবি বক্তৃতায় শাহ বলেন, 'এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর...। এত বার ভগবানের নাম নিলে সাত জন্ম পর্যন্ত স্বর্গ লাভ হত।' বুধবার থেকেই শাহের বিরুদ্ধে অম্বেডকর-অবমাননার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার লোকসভায় সেই বিক্ষোভ ঘিরেই হয় তুলকালাম। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে ওড়িশায় অস্ট্রেলীয় মিশনারি গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল বজরং দলের। সেই সময়ে বজরং দলের রাজ্য সভাপতি ছিলেন সারেঙ্গী। তাঁর বিরুদ্ধেও খুনের মামলা রুজু হয়। কিন্তু মূল অভিযুক্ত দারা সিংয়ের যাবজ্জীবন জেল হলেও বিচারে রেহাই পেয়ে যান সারেঙ্গী।

জঙ্গিযোগ?

■ দুর্গাপুরে পানাগড় সেনা ছাউনি থেকে গ্রেপ্তার এক সন্দেহভাজন। বিহারের বাঁকা জেলার বাসিন্দা নীলেশ যাদব সেনা ছাউনির ভিতরে ঢুকে মোবাইলে ছবি তুলছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল উদ্ধার রয়েছে। পুলিশকে সূত্রে খবর, যুবককে সেনাকর্মীরাই ধরে ফেলেন। পরে তাঁকে বুদবুদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নীলেশ। ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে বৃহস্পতিবার হাজির করানো হয়েছিল। বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কোনও জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধর্নার অনুমতি

■ ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসতে পারবেন ডাক্তাররা। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ফোরামকে ধর্নার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশের কাছে অনুমতি না-পেয়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁরা ধর্না চালিয়ে যেতে পারবেন। হাইকোর্ট জানিয়েছে, কিছু শর্ত মানতে হবে ডাক্তারদের। ২০০-র বেশি লোক নিয়ে ধর্না কর্মসূচি করা যাবে না।

পাকাপাকি লন্ডনে!

■ ভারতের পাট চুকিয়ে এবার পাকাপাকি ভাবে লন্ডনে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন বিরাট কোহলি! তারকা ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য ফাঁস করলেন তাঁর ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, খুব তাড়াতাড়িই ভারত থেকে পাততাড়ি গোটাতে চলেছেন বিরাটরা।

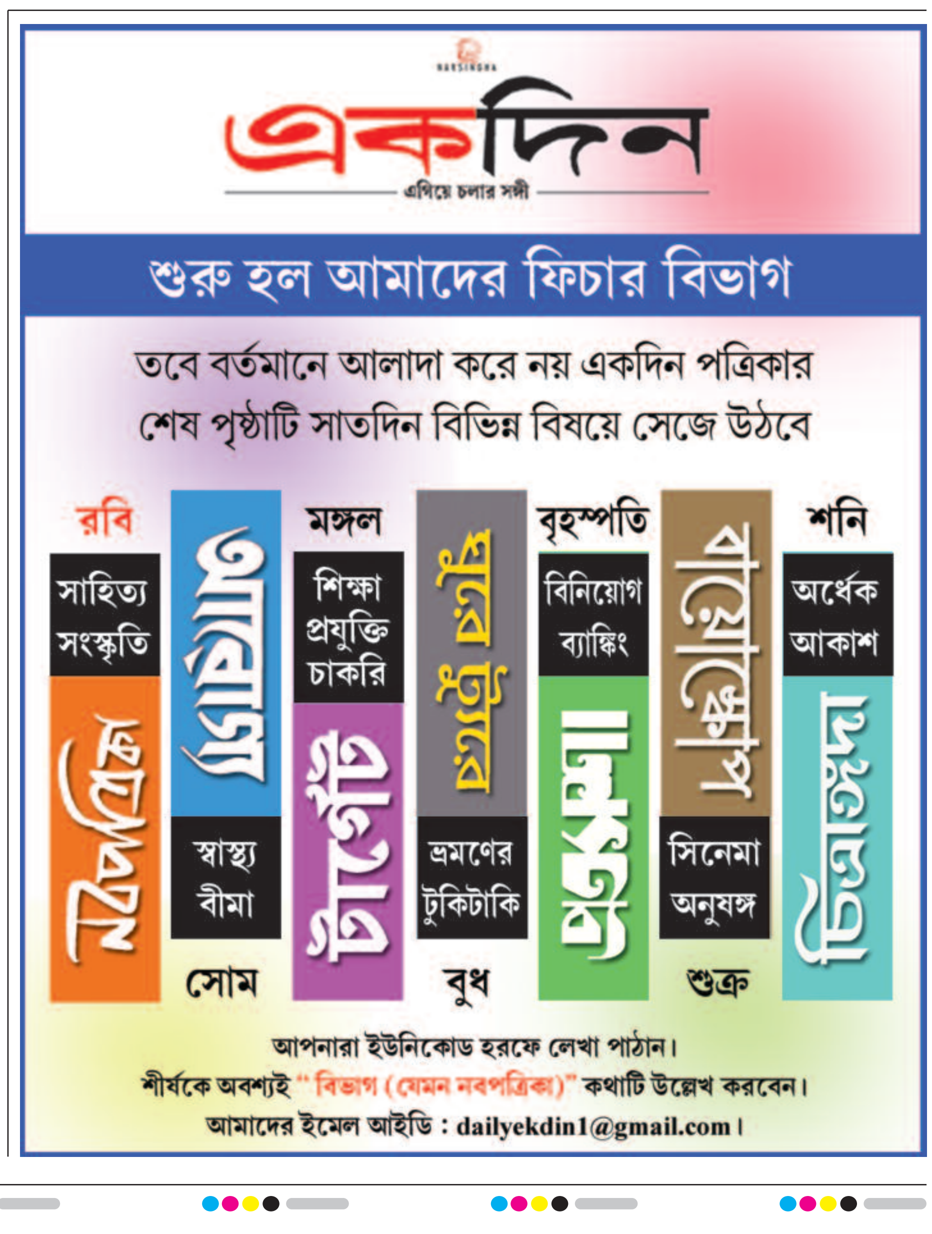

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৭৩ নং এফিডেভিট বলে Supriya Bhattacharya S/o. Manotosh Bhattacharya ও S. Bhattacharjee S/o. M. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২২৮ নং এফিডেভিট বলে Naresh Chandra Biswas ও Naresh Biswas S/o. Narayan Chandra Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Dilip Majhi S/o. Jatin Majhi ও Dilip Kr. Majhi S/o. J. N. Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Basudeb Kumar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulla Chandra Kumar & Late P. Ch. Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭০৯৪ নং এফিডেভিট বলে Tapas Bhattacharya S/o. Nripendranath Bhattacharya ও Tapas Kr. Bhattacharya S/o. Lt. N. N. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭০৮৭ নং এফিডেভিট বলে Amit Kr. Malick S/o. Samir Kumar Malick ও Amit Kumar Malik S/o. Samir Kumar Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Pramanick S/o. Broja Gopal Pramanick ও Tapan Pramanik, Tapan Kumar Pramanik S/o. B. G. Pramanik, Braja Gopal Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৯৪ নং এফিডেভিট বলে Susanta Bandyopadhyay S/o. Sudhansu Shekhar Banerjee ও Sushanta Bandyopadhyay S/o. S. S. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Gouri Mondal Basu (old name) W/o. Ayan Basu D/o. Deb Kumar Mondal R/o. 'Raman Abas', J. C. Khan Road, Mankundu, Bhadreswar, Hooghly-712139, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Gouri Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Gouri Mondal Basu &a Gouri Mondal W/o. Ayan Basu D/o. Deb Kumar Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Ushashi Basu.

নাম-পদবী

আমি অর্জুন মাইতি, পিতা- পূর্ণানন্দ মাইতি, গত ২১-০৯-২০২৪ তমলুক কোর্টের ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার মেয়ের জন্ম প্রশাংসাপত্রে / (রেজি নং-965, Dated- 04-03-2010) ভুলবশতঃ আমার নাম অঞ্জন মাইতি নথিভুক্ত হয়েছে। অর্জুন মাইতি এবং অঞ্জন মাইতি এক ও অভিন্ন বলিয়া ঐ জন্ম প্রশংসাপত্র সংশোধন করাতে চাই।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No. 13e/KNGP/2024-25/5th FC,** Last date of submission **27.12.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি কারী আমি **মহাবুল বিশ্বাস** পিতা মৃত লুৎফর হাজী বিশ্বাস এবং আমার পুত্র **আমিন বিশ্বাস** পিতা মহাবুল বিশ্বাস, মৌজা পি টি রসুলপুর জেএল নং ২৫ দাগ নং ৩৭৪৮ খতিয়ান নং ৪৩৮৫ জমির পরিমাণ ৩ শতক [illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বর্তমান ক্রেতা আমার মক্কেল **শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দাস** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ দাস সাকিম নমাজগড়, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী মহাশয়কে পুনরায় উক্ত ৩ কাঠা ৪ ছটাক বা ০৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, ৫০ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১২২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৪০ নং দাগে শালি জমি ৩ কাঠা ৪ ছটাক বা ০৫ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমার **মক্কেল শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দাস** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ দাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল(উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রুতী জৈন স্বামী বিকাশ জৈন পিতা স্বর্গীয় শোভোনলাল জৈন সাকিম বি ৭/২, থার্ড ফ্লোর, রানা প্রতাপ বাগ, মালকাগঞ্জ, সবজি বাজার, নর্থ দিল্লী-110007 মহাশয়া বিগত ইং 11/04/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1565/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **মেঘা জৈন** স্বামী নীতিন জৈন সাকিম স্টেশন রোড বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১)বিগত ইং 22/08/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ক) I-10039/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রজত জৈন** পিতা স্বর্গীয় রাজারাম জৈন সাকিম শিবপুর হাজরাপাড়া, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়কে 20.5 ডেসিমেল, খ) I-10040/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহঃ নাদীম আলম** পিতা আনসার আলম সাকিম ইসলামপাড়া, শঙ্খনগর, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে 20.5 ডেসিমেল, একুনে দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে (২০.৫ + ২০.৫) = ৪১.০০ ডেসিমেল সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা চক বাঁশবেড়িয়া, ৫২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪২৯/২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫৫৬ নং দাগে শালি জমি (২০.৫+২০.৫) = ৪১.০০ ডেসিমেল সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) **রজত জৈন** পিতা স্বর্গীয় রাজারাম জৈন এবং ২) **মহঃ নাদীম আলম** পিতা [illegible]

ইতি- সনৎ কুমার শীল(উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

কৃষ্ণচন্দ্রপুর-রঘুনাথপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
Reg No.-136 (N)
Dt-23-12-24 Amn 17-12-69
সাং ও পোঃ-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, জেলা নদীয়া

[illegible]

শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী
(সহকারী রিটার্নিং অফিসার)
কৃষ্ণচন্দ্রপুর-রঘুনাথপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

ইতি- শ্রী রামসাগর মহতো
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Delegate 1st Court of Civil Judge (Sr. Divn), Paschim Midnapore
Succession Certificate
Case No.- 07/2024

Biswajit Chakraborty, S/O Lt.- Krishnapada Chakraborty, Vill. - Deora, P.O - Rojganja, P.S- Chandrakona Town, Dist.- Paschim Medinipur ..... **Petitioner**

[illegible]

Schedule

1) Pension **Rs. 16,805/-** par month, since February 2023 to June 2023 I.C 5 month & **Rs. 16,805 = Rs. 84,025.00/-** eying with the District inspector of school (primary Education) Paschim Midnapore having its office at Midnapore P.O- Midnapore, P.S. - Kotwali, Dist. - Paschim Medinipur. **2)** SB A/C No.- 0433010006967 of UCO Bank Khirpai Branch, Dist.- Paschim Medinipore **Rs.- 17,162.00/-**
Total.- 1,001187.00/-

আদেশানুসারে
Laxman Singh (Sheristadar)
District Delegate Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Saswata Mahata
Advocate
District Judges Court
En. No-F/2635/1700/2021

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

কল্যাণ কুন্ডু
মোবাইল নং: 8697211502

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে ডিসেম্বর। ৪ ঠা পৌষ। শুক্র বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরি মঙ্গল র বিংশত্তরি কেতু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রবি মরশুমে ফলন বাড়াতে সেচের জল সরবরাহে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবি মরশুমে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গতবারের থেকে আরও বেশি জমিতে সেচের জল সরবরাহ করবে রাজ্য সরকার। গত বছরের তুলনায় এবছর ৩২ শতাংশ বাড়ছে সেচের জলের পরিমান। ডিভিসি ক্যানেল ময়ূরাক্ষী ক্যানেল, তিস্তা ক্যানেল দিয়ে চাষের জল সরবরাহ করা হবে। মোট ১৫ লক্ষ জমিতে জল দেওয়া হবে। সেচের জল নিয়ে ডিভিসির সঙ্গে রাজ্য সরকারের বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই বৈঠক শেষে জানিয়েছেন, রবি মরশুমে চাষের জন্য আগামী ৫ জানুয়ারি ডিভিসি, বিভিন্ন ক্যানেল থেকে জল ছাড়বে। নবান্নের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। তিনি ছাড়াও সেচ, কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিভিসির একজন প্রতিনিধিও। সেই দুর্গাপুজোর আগে থেকে ডিভিসির সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের টানাপোড়েন চলছে। সাম্প্রতিক বন্যার কারণে ডিভিসি না জানিয়ে দামোদরে জল ছেড়েছিল বলে অভিযোগ তোলে রাজ্য সরকার। সেই থেকেই দুই তরফে চাপানউতোর চলছে। প্রতিবছর রবি ও বোরো মরশুমে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জেলায় ডিভিসির সেচের জল ছাড়ার বিষয়ে ডিভিশনাল কমিশনার বৈঠক করেন। ডিভিসি আগে থেকেই জানিয়ে দেয় তারা কতটা জল দিতে পারবে। তারপর সেই অনুযায়ী এই পাঁচ জেলা ঠিক করে কে কতটা জমিতে চাষের জল পাবে। ডিভিসি রাজ্যকে জানিয়ে দেয় তারা এবার ২ লক্ষ ২১ হাজার একর ফুট সেচের জল দিতে পারবে।

বাংলাদেশ থেকে মানুষ ঢোকার আশঙ্কা, ইসরো এবং নাসা'র স্মরণাপন্ন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার গঙ্গাসাগর মেলার ওপর নজর রাখবে 'ইসরো এবং নাসা'। বর্তমানে যে পরিস্থিতি তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে নবান্ন সূত্রে খবর। পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের লোকেরা ঢুকে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। তার ফলেই আগে থাকতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইসরো এবং নাসার কাছে জিপিএসের মাধ্যমে নজরদারি করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এখন এই জিপিএস ট্র্যাকিং করতে গেলে ইসরোর সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কদিন আগেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে জরুরী বৈঠক ডেকে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলা প্রতিবছরের মতোই এবারও হবে কিন্তু এবার নিরাপত্তার কড়াকড়ি যে পর্যায়ে থাকবে তার একটা ধারণা মোটামুটি ভাবে তৈরী করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। বিশেষ করে গোটা রাজ্যজুড়েই গঙ্গাসাগর মেলার সময় কড়া নিরাপত্তা থাকবে। কিন্তু গঙ্গাসাগরকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত এখন থেকেই নেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনে সাফল্য অ্যাডামাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং দলগতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নজির গড়ে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনে যুগ্ম বিজেতার খেতাব জিতেছে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়। পেয়েছেন ১ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কারও। জলশক্তি মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই হ্যাকাথনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন বিদিশা দাস, অর্পিতা দাস, শুভজিত মণ্ডল, মহম্মদ রিয়াজ আলম, শুভঙ্কর প্রামাণিক এবং অমিত কুমার দুয়া ও তাঁদের নেতৃত্ব দেন ড. সজল সাহা, রণিতা দাস মহাপাত্র এবং প্রভাত দাস। উদ্ভাবন এবং শিল্পদ্যোগী মানসিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মূলত আয়োজিত হয় এই প্রতিযোগিতা। অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সমিত রায় বলেন, 'সারা দেশ থেকে ৪৯০০০-এরও বেশি দল অংশ নেয় এই প্রতিযোগিতায়। তবে অ্যাডামাসের সাফল্য পড়ুয়াদের কৃতিত্ব এবং প্রতিভাকেই তুলে ধরে।'

ফটো ক্যাপশন শুক্রবার শিবপুরের জাতীয় কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আই আই ই এস টি) ১১তম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। তার আগে জোর কদমে চলছে ক্যাম্পাসের আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ। এই প্রসঙ্গে, আই আই ই এস টি-র সহ নিবন্ধক ডক্টর বিভোর দাস বলেন, করোনা সহ নানান সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন কলেজের ক্যাম্পাস সার্বিকভাবে পরিষ্কার করা যায়নি। নতুন ডিরেক্টর প্রফেসর ভি এস আর মূর্তি সমাবর্তনের আগে কলেজের ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

বড়দিনের ছুটি বাতিলে ক্ষুব্ধ মমতা

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি সংবিধান প্রণেতা তথা দলিত সম্প্রদায়ের 'মসিহা' বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে। কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের তরফে ওই মন্তব্যের নিন্দা করা হয়েছে। যদিও চাপে পড়ে বুধবারই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সাফাই দিয়েছেন শাহ। তিনি দাবি করেছেন, 'আমার বক্তব্য বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে। আগেও আমার বিবৃতি কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছিল।' কিন্তু তাতেও বিতর্ক থামেনি। উলটে এদিন সকালেই সংসদ চত্বরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধেছে। ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়েছেন বিজেপি ও কংগ্রেস সাংসদরা। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে সংসদ মার্গ থানায় খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

এদিনের বড়দিনের উৎসব উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে আম্বেদকরকে নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্য নিয়ে সরব হয়েছেন মুণ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'প্রতিটি সম্প্রদায়েরই আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সকলকেই প্রয়োজন। বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা শুনে আমি স্তম্ভিত!'

ডিভিসি'র নির্বাচনে জয় আইএনটিটিইউসি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিসির বিরুদ্ধে বারে বারে রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়া অভিযোগ করেন। ডিভিসির কারণে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ম্যানমেড বন্যা ও মানুষের ভোগান্তির কথা বলেন। এবার সেই ডিভিসির নির্বাচনে প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করল আইএনটিটিইউসি স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠন ডিভিসি কামঘর সংঘ। ২৮৪০ টা ভোটের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ডি ভিসি কামগর সংঘ ১৪১৪ টা ভোট পেয়ে কেন্দ্রের স্বিকৃতি আদায় করে নিয়েছে বলে জানান শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের দাবি এবার ডিভিসি-র পরিচালন বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি রাখার দাবি জানাবেন তারা।

আলোচনা সভা ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ড বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ড বোর্ডের উদ্যোগে কলকাতার দ্য ললিত-হোটেলে 'দিনে এক মুঠো আমন্ড আজকের দ্রুতগতির জীবনধারায় স্বাস্থ্য ধরে রাখার প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষকে এক অধিবেশনের আয়োজন করে। এদিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক এবং পুষ্টিবিদ রোহিনী পাতিল এবং অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়-সহ প্যানেলিস্টরা। এঁরা মননশীল খাদ্যাভ্যাস বেছে নেওয়া এবং একটি সুষম ডায়েট বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তাঁরা এও তুলে ধরেন, কীভাবে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমন্ডকে অন্তর্ভুক্ত করলে-তা আজকের দ্রুত-গতির জীবনে সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বাজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। পুষ্টিবিদ রোহিনী পাতিল সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার এবং সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের জন্য আমন্ড বাদামের মতো প্রাকৃতিক খাবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি জানান, ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ড ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ, যা রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং এলডিএল এবং মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর মতো অসংখ্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান করে। এরই পাশাপাশি জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় জানান, 'বিনোদন শিল্পে কাজ করার অর্থ হল একটি দ্রুত গতির সময়সূচি মেনে চলা এবং সবসময় ক্যামেরায় আমার সেরাটা দেখানো। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই ক্ষেত্রে শীর্ষে থাকার জন্য ব্যায়াম এবং খাদ্যের সমন্বয় অপরিহার্য। প্রাকৃতিক খাবার, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ড আমার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত কাজে দিয়েছে।'

সিবিআই তদন্তে আস্থা নেই, নয়া তদন্তের আর্জি হাইকোর্টে

প্রথম পাতার পর

সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা আদালতে জানান, দ্রুতই বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে। এমনকি, নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারও জানান, নিম্ন আদালতে প্রায় প্রতি দিন বিচারপ্রক্রিয়ার শুনানি হচ্ছে। শীর্ষ আদালত আগেই এই মামলার শুনানিতে সিবিআইকে বলেছিল, নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যেন যোগাযোগ রাণেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। নির্যাতিতার বাবা-মা সেদিন সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করেছিলেন, সিবিআই তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে না। নির্যাতিতার বাবা সেদিন বলেছিলেন, 'আদালতে দাঁড়িয়ে এভাবে মিথ্যা বলা যায়, তা আমরা জানতাম না। সেই মিথ্যার ওপর সুপ্রিম কোর্ট নজরদারি চালাচ্ছে। সিবিআই আদালতে বলছে, তারা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাণছে। কিন্তু আমরা কিছুই জানতে পারি না।' আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং কর্তব্যে গাফিলতি মামলায় ৯০ দিন পেরিয়ে গেলেও চার্জশিট দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। চার্জশিট না দেওয়ায় এই মামলায় ধৃত আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর করে আদালত, যা নিয়েও ক্ষুব্ধ নির্যাতিতার পরিবার। ন্যায়বিচারের দাবিতে তাঁরা একটি ফেসবুক পেজও চালু করেছেন ইতিমধ্যেই। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী গার্গী গোস্বামী জানান, তদন্ত এবং নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়ায় ঢুঁত রয়েছে বলে হাই কোর্টের নজরদারির জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ৪ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার

‘ওয়াকফ সম্পত্তি ঈশ্বরের’ দাবি ফিরহাদ হাকিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে যত সম্প্রতি আছে সেটি মহান আল্লাহর, কোন মানুষ বা সরকারের নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বাবার ক্ষমতা নেই এই সম্পত্তি হাতিয়ে নেবে।’ ফুরফুরা শরীফের অনাথ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর ডাকে বৃহস্পতিবার রানি রাসমণিতে ডাকা একটি সমাবেশে এই কথা বলতে শোনা গেল রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। তিনি বলেন, ‘আসলে এই রাজ্য-সহ দেশকে উত্তপ্ত করে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছেন মোদি সরকার’। ‘বাবরি মসজিদ ভাঙার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নিয়েছি। তারপর সম্ভল, জ্ঞানবেপি মসজিদ-সহ একাধিক জায়গায় সংখ্যালঘুদের খুন করা হচ্ছে। মাদ্রাসা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তাঁদের কোনও নিরাপত্তা নেই, সুরক্ষিত নয়। এবার আজমির দরগায় লিঙ্গ আছে বলে দাবি তোলা হয়েছে!’ সঙ্গে তিনি এও বলেন যে, ‘বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে সেটি অন্যায়।’

অন্যদিকে, ‘সংখ্যাগুরু’ মন্তব্য নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তৃণমূলের তরফেও তাঁর মন্তব্যকে মান্যতা দেওয়া তো দূর-অস্ত, এমনকি সমর্থনও করা হয়নি। তবে সেদিনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে এবার ময়দানে ফিরহাদ স্বয়ং। প্রসঙ্গত, শনিবার ধন-ধান্যে স্টেডিয়ামে বলেছিলেন, ‘উপরওয়ালার আশীর্বাদ থাকলে আমরাও একদিন সংখ্যাগুরুর চেয়েও সংখ্যাগুরু হতে পারি।’ বিতর্ক দানা বাঁধলে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন তাঁর কন্যা। আর এবার তিনি নিজেই নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন।

বৃহস্পতিবার ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ওই সভার মঞ্চে উঠে তিনি দাবি করেন, তাঁর বক্তৃতার অপব্যাখ্যা করা হয়। তিনি যা বলতে চান, তা অন্যভাবে বোঝানো হয়। বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের দিকেও আঙুল তোলেন তিনি। ফিরহাদের দাবি, তাঁর কথা ঘুরিয়ে সাম্প্রদায়িক ছাপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘সব ধর্মকে হৃদয় দিয়ে সম্মান করি। কিন্তু আমার নিজের ধর্ম আমি ১০০ শতাংশ মানি। পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষার অগ্রগতির কথা বলা যদি অন্যায় হয়, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে অন্যায় করেছি। সবাইকে শিক্ষিত হতে হবে।’ অর্থাৎ মেয়রের দাবি, ‘সংখ্যাগুরু’ মন্তব্যে আদতে ‘সবার শিক্ষার কথা’ বলেছিলেন তিনি। একইসঙ্গে ফিরহাদ এদিন এও দাবি করেন, তাঁর মন্তব্য নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা হচ্ছে। সঙ্গে এও বলেন, ‘আমি পরোয়া করি না। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ ছাড়া কারও সামনে মাথানত করা যায় না। কর্মটাই হল আমার জীবন, আর সেটা করাচ্ছেন আল্লাহতালা। তিনি থাকতে আমার কোনও ক্ষতি হবে না।’ হিন্দু বন্ধুদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে বাবা ফিরহাদ হাকিমের কথা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম দাবি করেছিলেন, ‘উর্দু ভাষায় বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছিলেন ফিরহাদ’।

ধর্মতলায় ধর্নায় বসতে পারবেন ডাক্তাররা, অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসতে পারবেন ডাক্তারেরা। বৃহস্পতিবার জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ফোরামকে ধর্নায় বসার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশের কাছে অনুমতি না-পেয়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁরা ধর্না চালিয়ে যেতে পারবেন। হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই ধর্নার বসতে কিছু শর্ত মানতে হবে ডাক্তারদের। ২০০-র বেশি লোক নিয়ে ধর্না কর্মসূচি করা যাবে না। তবে ধর্নার জন্য আরও কিছু শর্ত মানতে হবে ডাক্তারদের যা বৃহস্পতিবার সব শর্ত জানানো হয়নি।

এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, ডাক্তারদের দাবিগুলি রাজ্যকে জানাতে হবে। কোন দাবিতে কী আপত্তি, তা আদালতে জানাবে রাজ্য। সেই অনুযায়ী বিবেচনা করে শুক্রবার আদালত ধর্নার বাকি শর্ত জানাবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং কর্তব্যে গাফিলতি মামলায় ৯০ দিন পেরিয়ে গেলেও চার্জশিট দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই, যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। যে কারণে বিচারের দাবিতে নতুন করে আবার পথে নেমেছেন চিকিৎসকেরা। সিবিআই চার্জশিট দিতে না-পারায় এই মামলায় ধৃত আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর করে আদালত। এরই প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধর্না কর্মসূচি করতে চেয়েছিলেন প্রতিবাদী চিকিৎসকদের একাংশ। ধর্নার অনুমতি চেয়ে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে ইমেল করেছিল। তাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কারণে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হবে না বলেও জানিয়েছিল ডাক্তারদের ওই সংগঠন। পুলিশ অনুমতি দেয়নি। ডাক্তারদের জানানো হয়েছিল, ডোরিনা ক্রসিংয়ের মতো জায়গায় এই ধরনের কর্মসূচির জেরে যানজট সৃষ্টি হতে পারে, আশঙ্কা লালবাজারের। প্রাক্ বর্ষবরণ এবং বড়দিনের কারণে ধর্মতলায় প্রচুর ভিড় হয়। ধর্মতলার মতো ব্যস্ত জায়গায় তাই ধর্না কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। এরপরই ধর্নার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে যায় জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স।

পাসপোর্ট জালিয়াতির শিকড় হাওড়া-হুগলিতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট জালিয়াতিকাণ্ডের তদন্তভার এবার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। লালবাজার সূত্রে খবর, পাসপোর্ট জালিয়াতির তদন্তভার নিচ্ছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। পাশাপাশি, এই জালিয়াতিতে এবার কলকাতার পাশাপাশি উঠে এসেছে কলকাতা সন্নিহিত দুই জেলার নামও। সূত্রের খবর, এবার পাসপোর্ট জালিয়াতিতে নাম জড়িয়েছে হাওড়া ও হুগলিরও। ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির ঘটনায় ধৃত সমরেশ বিশ্বাসকে জেরায় উঠে এসেছে আরও দুই জেলার বেশ কয়েকটি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের নাম। আর সেই কারণেই কলকাতা পুলিশের নজরে হাওড়ার আমতা, হুগলির আরামবাগ-সহ বেশ কয়েকটি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের দিকে। অন্যদিকে, পাসপোর্টে জালিয়াতি রুখতে আরও কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসনও। সূত্রে এও জানা গেছে, কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের হাত থেকে তদন্তভার যাচ্ছে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। লালবাজার সূত্রে খবর, মামলার গুরুত্ব বুঝেই এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে তদন্ত নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে গোয়েন্দা বিভাগ। সূত্রের খবর, নথি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে লালবাজারের অন্দরে।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে ভুয়ো নথি দিয়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য জাল পাসপোর্ট। চার মাসে ভুয়ো নথিতে হাজার পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। চলতি বছরের অগাস্ট থেকে নভেম্বর ভুয়ো নথির ভিত্তিতে প্রায় হাজার পাসপোর্ট ইস্যু। বনগাঁ ও বসিরহাট পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র থেকেও পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, প্রায় ৯০০-১০০০ পাসপোর্ট তৈরিতে ব্যবহার হয়েছে ভুয়ো নথি। হাসিনা সরকার পতনের পর এই পাসপোর্ট গুলো ইস্যু হয়েছে, তদন্তে মিলেছে তথ্য। কাদের হাতে গেল এই পাসপোর্ট শুরু হয়েছে খোঁজ।

বিএড কলেজে দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের তদন্ত কমিটিকেই মান্যতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএডে ভর্তি এবং কলেজের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর যে তদন্ত করছে তাতেই এবার সম্মতি জানাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য এই আর্থিক তছরুপের দুর্নীতির তদন্ত করতে একটি কমিটি নিয়োগ করেছিল। এই দিন আদালতে রাজ্য জানায় সেই কমিটিতে তারা একজন নতুন সদস্য নিয়োগ করবে। একই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের অপর এক বেঞ্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরানোর দাবিতেও মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার শুনানি শেষ হলেও রায়দান এখন স্থগিত রয়েছে। সেই কারণে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

যাত্রী অপ্রতুল, ইস্ট-ওয়েস্টেও একাধিক কাউন্টার বিহীন স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী সংখ্যা নগণ্য থাকায় জোকা-মাঝেরহাট এবং নিউ গড়িয়া-রুবি মেট্রোপথের একাধিক স্টেশনে ইতিমধ্যেই বুকিং কাউন্টার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এবার একই পদক্ষেপ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টেশনকেও। এটিকেও বুকিং কাউন্টারবিহীন স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার থেকে ওই স্টেশনে বুকিং কাউন্টার উঠে যাচ্ছে।

যাত্রীর সংখ্যা কম, এই যুক্তি দেখিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে জোকা-মাঝেরহাট এবং নিউ গড়িয়া-রুবি মেট্রোপথ মিলিয়ে কম-বেশি ছ’টি স্টেশনে বুকিং কাউন্টার তুলে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ পথে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টেশনে হাতে গোনা যাত্রী ওঠানামা করেন। যাত্রীদের টোকেন, স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য ওই স্টেশনে এখন থেকে শুধুই যন্ত্র-নির্ভর ব্যবস্থা চালু থাকবে। কিছুদিন আগেই মেট্রো রেলওয়ে পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনের তিনটি স্টেশন ‘বুকিং কাউন্টার বিহীন’ স্টেশনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তারপরে ঠাকুরপুকুর ও বেহালা বাজার মেট্রো স্টেশনের টিকিট কাউন্টার চিরতরে বন্ধ করা হয়েছিল। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল পাইলট প্রকল্প হিসেবে গত ১ অগাস্ট থেকে শহরের তিনটি মেট্রো স্টেশনে থাকছে না কোনও টিকিট কাউন্টার। এই তিন স্টেশনের মধ্যে রয়েছে পার্পল লাইনের তারাতলা ও সখেরবাজার মেট্রো স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের কবি সুকান্ত স্টেশন। এই সূত্র ধরেই মেট্রোর তরফে এও জানানো হয় যে, তারাতলা স্টেশনে দৈনিক গড় যাত্রী ৭০ জন, কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশন গড়ে যাত্রী সংখ্যা ২২০ জন, সখেরবাজারে এই সংখ্যা মাত্র ৫৫ জন। এই স্টেশনগুলিতে গত ১ অগাস্ট টোকেন, নতুন স্মার্ট কার্ড বিক্রি বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য কোনও বুকিং কাউন্টার খোলা থাকছে না এবং কোনও বুকিং কর্মীও উপস্থিত থাকছেন না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে এই পাঁচ মেট্রো স্টেশন থেকে টিকিট করতে পারবেন মেট্রো যাত্রীরা। এই প্রসঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থেকে স্মার্ট কার্ড, টোকেন, কিউআর কোড-সহ কাগজের টিকিট পাওয়া যাবে।

যুক্ত হল বউবাজারের দুই সুড়ঙ্গ, পূর্ণতা প্রাপ্তি গ্রিন লাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ণতা পেল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া পর্যন্ত গ্রিন লাইন। কলকাতা মেট্রোরেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল) সূত্রে খবর, শিয়ালদা স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড ২.৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পূর্ব ও পশ্চিম, দু’দিকে যাওয়ার সুড়ঙ্গ পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই সুড়ঙ্গ তৈরি করা না হলে সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু করা যেত না। এই খবর আসার পর অবশ্যই স্বস্তিতে কলকাতা এবং হাওড়াবাসী। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর সূত্রে এও জানানো হয়েছে, বউবাজারের ভূগর্ভে দু’দিকের সুড়ঙ্গের খোলা দুই প্রান্তের শেষ ছয় মিটার ব্যবধান মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুড়ে দেওয়া হয়েছে দু’টি সুড়ঙ্গকে। আইটিডি সেমের যৌথ প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়াররা দিন রাত এক করে এই জটিল কাজটি অবশেষে শেষ করেছেন।

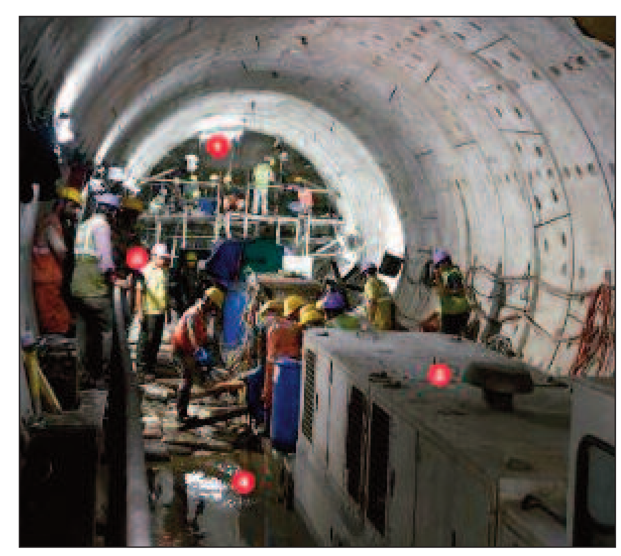

প্রসঙ্গত, এই অংশে পূর্বমুখী, অর্থাৎ এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদার দিকে যাওয়ার সুড়ঙ্গটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল পাঁচ বছর আগেই। কিন্তু বিপত্তি বেঁধেছিল পশ্চিমমুখী অর্থাৎ শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেডের দিকে যাওয়ার সুড়ঙ্গ তৈরির সময়ে। মাটি ধসে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ঢুকে পড়েছিল সুড়ঙ্গে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সুড়ঙ্গে দ্রুত জমে যাওয়া কংক্রিট ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। এরপর পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গ তৈরিতে ব্যবহার করা টানেল বোরিং মেশিনটি (টিবিএম) সেই প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। পরের পাঁচ বছর ধরে কখনও সুড়ঙ্গের কংক্রিট মুক্ত করার কাজ চলে তো কখনও আবার জমে যাওয়া টিবিএমকে বাইরে বের করে আনা হয় কয়েক মাস ধরে। এরই মাঝে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলেছিল অসমাপ্ত সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণ করার কাজও। অতি ধীর গতিতে এবং সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করার পুরস্কার মিলল অবশেষে। শেষ ২০ ফুটের ব্যবধান ঘুচিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ট্র্যাক বেড পাতার কাজটি শেষ করা গিয়েছে।

সন্দীপের বাড়ির বেআইনি নির্মাণে ফের পরিদর্শনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বাড়ির বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ফের সরব হতে দেখা গেল এক অভিযোগকারীকে। শুধু তাই নয়, নিজের পুরনো অভিযোগের কথা স্মরণ করিয়ে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে একটি চিঠিও দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে তাঁর বাড়ির অবৈধ অংশটি ফের পরিদর্শনের দাবি জানানো হয়েছে। তবে পুরসভা এই বিষয়ে কোনও নতুন পদক্ষেপ করবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সন্দীপের বাড়ি উত্তর কলকাতার বেলেঘাটার বদন রায় লেনে। চারতলা এই বাড়ির কিছু অংশ বেআইনি ভাবে নির্মিত বলে অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। অভিযোগকারী দাবি করেছিলেন, নির্মাণটি পুরসভার অনুমোদন ছাড়াই হয়েছে। এই অভিযোগ প্রথম ওঠে যখন আরজি কর হাসপাতালের এক মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা দেশ জুড়ে তোলপাড় ফেলেছিল।

প্রয়াত আইইএম ইউইএম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত আইইএম ইউইএম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী। প্রকৌশল ও শিক্ষার অগ্রগামী, ড. চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গে স্ব-অর্থায়ন প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের একাডেমিক ল্যান্ডস্কেপের বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। আবার এনআইটি দুর্গাপুর থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.টেক, আইআইটি খড়গপুর থেকে এম.টেক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাশ করেন। ডক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তীর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন এসএআইএল-এ এবং ব্রিটিশ আমেরিকা ইনভেস্টর কর্পোরেশন, নিউইয়র্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করেন।

১৯৮৯ সালে, তিনি আইইএম ইউইএম গ্রুপ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাগত মানকে উৎসাহিত করেন। তার নেতৃত্ব ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইউইএম)-কে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের সঙ্গে উদ্ভাবনকে একত্রিত করে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে পরিচালিত করে। একজন বিশিষ্ট গবেষক, তিনি শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য আইইটিই গোল্ড মেডেল এবং এডুপ্রিনিয়র পুরস্কারের মতো প্রশংসা অর্জন করেছেন।

আগামীতে দুর্ভোগের আশঙ্কায় কলকাতার গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার গঙ্গার পাড়ে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁদের জন্য হয়তো আগামীদিনে অশেষ দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। কারণ, বছরের পর বছর নদীগর্ভে পলি জমতে জমতে হাওড়ার দিকে গঙ্গার তলদেশ ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে জোয়ারের সময়ে গঙ্গার জলরাশি সোজা এসে ধাক্কা মারছে কলকাতার গঙ্গার পাড়ে। তার জেরে বাড়ছে ভাঙন। শনিবার রাতে নিমতলা ঘাটের একাংশ নদীতে তলিয়ে যায় সেই গঙ্গায়। তার ঠিক পাশেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিসৌধ। শুধু নিমতলা ঘাট নয়, কলকাতার বিভিন্ন অংশে গঙ্গার পাড়ে ভাঙন তীব্র হচ্ছে। তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে পুরসভা। এদিকে কলকাতার গঙ্গার পাড়ে কয়েক লক্ষ মানুষের বসবাস। বড়বাজার, স্ট্র্যান্ড রোড, শোভাবাজার, কাশীপুরের মতো এলাকায় অনেক পুরোনো বাড়িঘর, মন্দির, মসজিদ এবং বড় বড় গুদাম রয়েছে। ভাঙন ঠেকাতে না পারলে সে সবই নদীগর্ভে চলে যাবে। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘হাওড়ার দিকে নদী খাতে পলি জমায় স্রোতের গতিমুখ পাল্টে গিয়েছে। গঙ্গার স্রোত এসে ধাক্কা মারছে কলকাতার পাড়ে।’ সঙ্গে এও জানান, ‘এটা কলকাতা পুরসভার কাছে খুবই চিন্তার বিষয়। যদিও এটা কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে পড়ে। এটা দেখার জন্যে ওঁদের আলাদা বিভাগ রয়েছে। আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। দরকার হলে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপ করুক পোর্ট ট্রাস্ট।’ তবে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘আমি এই রকম কিছু শুনিনি। এই ব্যাপারে মেয়রের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, তাহলে আমাদের লিখিত ভাবে জানান। নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখা হবে।’ এদিকে

কলকাতা বন্দরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, গঙ্গায় যে এলাকায় অর্থাৎ, সাগর থেকে খিদিরপুর জাহাজ চলাচল করে শুধুমাত্র সেখানেই ড্রেজিং করা হয়। হাওড়ার দিকে পলি জমে কলকাতার দিকে ভাঙন বাড়ছে কি না, এই সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট পোর্ট ট্রাস্টের কাছে নেই।

ব্যারাকপুরে অগ্নিকাণ্ডে আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর জয়হিন্দ পল্লীতে একটি গৃহস্থের বাড়িতে বৃহস্পতিবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এদিন সকালে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন ৭০ বছরের ঊর্ধ্ব অনিতা ঘোষ অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন তাঁর পুত্র প্রশান্ত ঘোষও। ততক্ষনাৎ দু’জনকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁদেরকে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন, টিটাগড় থানার পুলিশ এবং ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস। দমকল কর্মীরা দ্বিতলের রান্না ঘর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নিচে নামিয়ে আনেন। ঘটনা নিয়ে উত্তর ব্যারাকপুর ফায়ার স্টেশনের ফায়ার অফিসার বুদ্ধদেব দাস বলেন, ‘গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি। কিন্তু এখানে এসে দেখি সিলিন্ডার বাস্ট করেনি। অথচ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘গ্যাস লিক করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো কিনা, তা ফরেনসিক টিম খতিয়ে দেখবে।’ অপরদিকে পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, ‘গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করেনি।

সম্পাদকীয়

পুলিশকে নাগরিকের অভিযোগগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে

দেশের অভ্যন্তরের আইনকানুন রক্ষার গুরুদায়িত্বটি পুলিশবাহিনীর উপর অর্পিত। সে কাজে শুধুমাত্র পেশিশক্তি প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়, আইনজ্ঞানও প্রত্যাশিত। পুলিশ প্রশিক্ষণে শারীরিক কসরতের পাশাপাশি আইন শিক্ষাতেও জোর দেওয়া হয়। সেই কারণেই তাদের প্রশিক্ষণ-পর্ব সময়সাপেক্ষ। এবং সেই কারণেই সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ প্রশাসনিক মহল থেকে 'ম্যান পাওয়ার'-এর অভাবের অজুহাতে প্রশিক্ষণ-পর্বটিকে সংক্ষিপ্ত করার যে কথা বলা হয়েছে, তা অবৈজ্ঞানিক এবং আইনের অপপ্রয়োগের আশঙ্কায় ভরপুর। অন্য দিকে, পুলিশের কাছে যাঁরা অভিযোগ নিষ্পত্তির আশায় যান, তাঁদের এক বড় অংশের পক্ষে সরাসরি আদালত অবধি পৌঁছনো সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় পুলিশই তাঁদের অভিযোগগুলিকে মান্যতা দিয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপে সহায়তা করবে, এমনটাই কাম্য। কিন্তু বাস্তবে নাগরিকের বহু অভিযোগে পুলিশ যথোচিত গুরুত্ব দেয় না। গার্হস্থ্য নির্যাতনের মতো গুরুতর ক্ষেত্রেও 'ঘরেই মিটমাট করে নেওয়া'-র মতো উপদেশ বর্ষণে ক্ষান্ত হয়। আবার, যে ক্ষেত্রে অভিযোগ ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে, সে ক্ষেত্রে অতি সক্রিয় হয়ে নির্যাতিতকেই হেনস্থার উদাহরণও সুপ্রচুর। এই অন্যায্য আচরণই পুলিশের প্রতি নাগরিক ক্ষোভের অন্যতম কারণ। ক্ষোভ আরও আছে। উর্দির অপব্যবহারকে ঘিরে ক্ষোভ। পুলিশ সম্পর্কে একটা কথা বহুল প্রচলিত; তিনি নিজেও আইন মানবেন, অন্যকেও আইন মানতে বাধ্য করবেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা হয় কি? অনেক ক্ষেত্রে পদ-গর্বী পুলিশ নিজেই অন্যায় ভাবে আইন ভেঙে পার পেয়ে যায়। সাধারণ মানুষের আস্থা পেতে হলে এই আচরণগুলিতে রাশ টানতে হবে। শুধুমাত্র প্রবীণদের বাজার সরকার হয়ে ওঠা বা পাড়ায় ফুটবল খেলা নয়, নাগরিকের অভিযোগগুলির প্রতি মনোযোগী হতে হবে। থানায় পৃথক 'হেল্প বক্স' রেখে বাসিন্দাদের অভিযোগ সংগ্রহ এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। থানায় গেলে হেনস্থা হওয়ার বদলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ যেন সকলে পান, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

শব্দবাণ-১৩৭

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. গোঁড়ামি ৩. ঘুমের সময় ৬. ভাগ্যের আনুকূল্য ৭. কুমন্ত্রণা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ওই —আসে ২. বজ্রপতন ৪.পাহারা ও দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি ৫.আয়ের পরিমাণ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩৬

পাশাপাশি: ১. বিশুদ্ধ ২. উটকো ৫. বোদাল ৮. শালুক ৯. ফুলকি।

উপর-নীচ: ১. বিশপ ৩. কোহল ৪. ক্লেদাক্ত ৬. প্রত্যাশা ৭. ভেলকি।

জন্মদিন

আজকের দিন

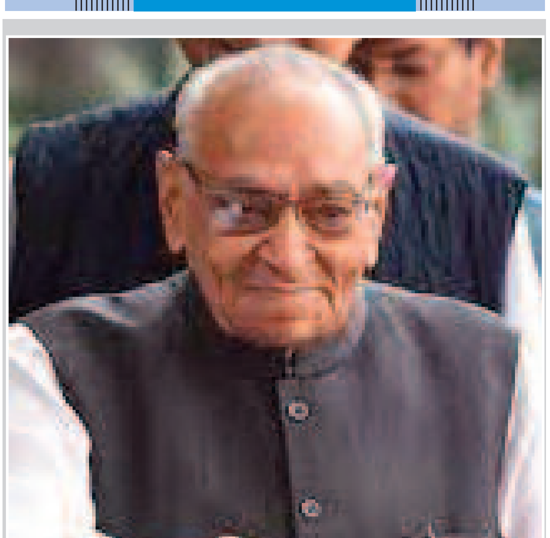

মতিলাল ভোরা

১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মতিলাল ভোরার জন্মদিন।
১৯৫২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আর কে সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৬০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের জন্মদিন।

বাংলাদেশ '২৪

অশোক সেনগুপ্ত

জানুয়ারী

১— নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস দেশের শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। ইউনূসসহ গ্রামীণ টেলিকমের অন্য তিনজনের প্রত্যেককে ঢাকার শ্রম আদালত ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়; এবং পরবর্তীতে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার শর্তে ১ মাসের জামিন দেয়।
৭— দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়।
৯— নির্বাচন কমিশন ভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করে। ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন পেয়ে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পায়। জাতীয় পার্টিও বেশ কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী এ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলে।
১০— জয়ীরা শপথ গ্রহণ করেন।

মার্চ

৩— শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় জামিন পান মুহাম্মদ ইউনূস।

এপ্রিল

২— মুহাম্মদ ইউনূস দুর্নীতি মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে এসে অভিযোগ করেন, 'আইনের শাসন বলে যে একটা জিনিস, সেটা আমরা পাচ্ছি না'।

জুন

৩— ঢাকার উচ্চ আদালতে গ্রামীণ ব্যাংক দাবি করে, সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি নিরপরাধ হলে আদালতে প্রমাণ করে দেখান।
নয়াদিল্লিতে একটি রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ এবং ভারত দশটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর একটি ভারতকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে একটি রেল করিডোর করার অনুমতি প্রদান। এটিতে সেদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। হাসিনাকে 'ভারতের কাছে দেশ বিক্রি' করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

জুলাই

১— তৈরি হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে সংগঠন।
৮— ২৩ জন সমন্বয়ক ও ৪২ জন সহ-সমন্বয়ক নিয়ে সংগঠনটির ৬৫ সদস্যর একটি কমিটি ঘোষণা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি, ঢাকায় গণপরিবহন বন্ধ এবং অবরোধ এবং পরবর্তীতে সারা দেশে 'বাংলা ব্লকেডক্ষ্ম কর্মসূচি শুরু হয়।*
১৪— শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের ত্রাজাকারের নাতি-পুতিদ বলায় উত্তেজনা বাড়ে।
১৬— গুলিবিদ্ধ ছাত্র কর্মী আবু সাঈদ মারা যান।
৩১— হত্যা, গণগ্রেফতার, হামলা, মামলা ও গুমের প্রতিবাদে সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করে আন্দোলনকারীরা।

আগস্ট

৩— অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেয়া হয় অসহযোগ আন্দোলনের রূপরেখা।
৫— অনেক জেলায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটে, এতে ১০৮ জন সাধারণ নাগরিক ও পুলিশ নিহত হয়। নাটকীয় পরিস্থিতিতে ভারতে স্ব-আরোপিত নির্বাসনে যান শেখ হাসিনা।
৬— বিলুপ্ত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মূল দণ্ডগুলো মওকুফ করেন। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মোট ৩৭টি মামলা ছিল। এর মধ্যে নাশকতা ও মানহানির ২৩টি মামলা-সহ বেশ কিছু মামলা একে একে খারিজ হয়।
৭— রাষ্ট্রপতির সাথে তিন বাহিনী প্রধান ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বৈঠকের পর প্রস্তাবিত তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নাম ঘোষিত হয়। 'সাহসী ছাত্রদের' অভিনন্দন জানান তিনি।

৮— শপথ নিতে প্যারিস থেকে বাংলাদেশে ফেরেন ডঃ ইউনূস। ১৭ জন উপদেষ্টা নিয়ে
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়।
৯— আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৫ আগস্ট থেকে ৫ দিনে ৩০টি প্রতিমা ও মন্দির ভাংচুর, ৪টি চুরি বা ডাকাতিসহ পূজামণ্ডপ (প্যান্ডেল) ঘিরে ৪৭টি ঘটনা ঘটে। আছে ৩টি অগ্নিসংযোগ এবং ১০টি অন্যান্য ঘটনা।

বাংলাদেশ পুলিশের মতে, ১ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে দুর্গাপূজা সংক্রান্ত ৩৫টি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।
১০— পদত্যাগ করেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। ওই দায়িত্বে আসেন সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
১৩— দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তার বাসভবনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে বৈঠক করেন।
২০— হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানায়, ৪ আগস্ট থেকে ১৬ দিনের মধ্যে সারা দেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের মোট ২,০১০টি ঘটনা (৬৯টি মন্দির সহ) ঘটেছে এর মধ্যে ১৫৭টি পরিবারের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে এবং কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়েছে।
২৭; আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুমের ঘটনার অভিযোগের তদন্তে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করা হয়। নাম দেওয়া হয় সত্য উদ্ঘাটন কমিটি।

সেপ্টেম্বর

২— পদত্যাগ করলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।
১৩— দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ ও দোষী ব্যক্তিদের বিচারসহ আট দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সনাতন অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মিছিল বার হয়।
১৭— রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে ও আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ঢাকার নয়া পল্টনে অস্থায়ী মঞ্চে সমাবেশে বিএনপি-র শীর্ষ নেতারা বক্তৃতা দেন।

অক্টোবর

১৩— পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন।
১৪— ওই দায়িত্বে এলেন শেখ আব্দুর রশীদ।
২৫— চট্টগ্রামের নিউমার্কেট মোড়ে স্বাধীনতা সৌধে ইসকনের'গেরুয়া পতাকা'তোলা নিয়ে অশান্তি হয়।

নভেম্বর

১০— নতুন সরকার গঠনের তিন মাস পর
অধ্যাপক ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে নতুন করে আরও তিনজনকে উপদেষ্টা করা হয়।
২১— সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।
২৫— সনাতন জাগরণের মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করা হয়।

একই দিনে ইসকন চট্টগ্রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত লীলা রাজ দাসকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গ্রেফতার করে। জামিন নামঞ্জুর হওয়ার পর তাঁদের অনুসারীরা আদালত ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয় এলাকা। সেই সময়, ভিড়ের মধ্যে থাকা সাইফুল ইসলাম আলিফ নামে একজন আইনজীবী নিহত হন।
২৬— ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দিয়ে বলে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় অপরাধীরা যেখানে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, সেখানে একজন ধর্মীয় নেতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন কথা বলেছেন তাঁর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছে।
চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-ই কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেন।
কলকাতায় বিধানসভার বাইরে তাঁর নেতৃত্বে বিজেপির বিধায়করা বিক্ষোভ দেখান। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। সারা পৃথিবীর সব হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হওয়ার ডাক দিয়ে বলেন, 'আজ কলকাতায় বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভ দেখালেন। তবে বাংলাদেশে যদি হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার অতি সত্বর বন্ধ না হয় তাহলে আমরা আরও জোরালো বিক্ষোভ শুরু করব।'
রাতে কলকাতার বেহালা অঞ্চলে কোনও দলীয় পতাকা ছাড়াই হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীরা মশাল মিছিল করেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের প্রতিবাদে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপরে হামলার বিরুদ্ধে স্লোগানও দেন ওই মিছিলে।
২৭— বিজেপির সংসদ সদস্য ও রাজ্যে দলের প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'ইথিওপিয়াতে মার্কিন অবরোধ, গাজা স্ট্রিপে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় মিছিল হয় আর আজ এত বড় অত্যাচার হচ্ছে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে, কোথায় প্রতিবাদ হচ্ছে?

ডিসেম্বর

১— সন্ন্যাসীর হয়ে সওয়াল করায় আইনজীবী রমেন রায়ের উপর হামলা ও তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ করেন কলকাতা ইসকন-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। মারধরের জেরে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয় রমেনবাবুকে।
তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন বলে রাধারমণ দাস এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন।
৯— বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে ফের আসে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। তিনি আরও এক বার বলেন, পড়শি দেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় তিনি উদ্বিগ্ন। জানান,

'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর যে হামলা হচ্ছে, তা দুঃখজনক।'
১২— শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একাধিক ব্যক্তিকে গুম করার অভিযোগ আনল মইনুল ইসলাম চৌধুরী কমিশন। এনিয়ে একটি রিপোর্ট জমা পড়ে মহম্মদ ইউনূসের কাছে।
হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সেখানকার সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বলা হবে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা যোগাযোগ উপদেষ্টা জন কিরবি বলেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়েছে।
১৩— বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে নয়াদিল্লিতে সংসদে মুখ খোলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।
১৪— মুক্তিযুদ্ধের স্মারকচিহ্ন 'পরিকল্পিত ভাবে' ধ্বংস করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা।
স্বাধীনতা দিবসের আগে বাংলাদেশের ইউনূস সরকারকে এক্স হ্যাণ্ডেলে তোপ দাগেন শেখ হাসিনার ছেলে শেখ ওয়াজেদ জয়।
২১— এদিন ঢাকায় প্রস্তাবিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে খালেদা জিয়া উপস্থিত থাকবেন বলে জানান জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি।

আলোচনার জন্য যুগ্ম সংসদীয় কমিটিতে 'এক দেশ এক ভোট'

প্রদীপ মারিক,

এক যুগান্তকারী জনাদেশের দিকে দেশ, এক দেশ এক নির্বাচন। এই প্রস্তাব লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ করে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের ছবি তুলে ধরবেন। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পাশ হয়ে গেল এক দেশ এক ভোট প্রস্তাব। এই শীতকালীন অধিবেশনে এক দেশ এক নির্বাচনের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে মোদির মন্ত্রিসভা। অবশেষে 'এক দেশ এক ভোট' বিল পেশ হলো ভারতের সংসদে। বিরোধীদের প্রবল আপত্তির মধ্যেও দুটি বিল লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘাওয়াল। তিনি অবশ্য জানিয়েছেন, আরও আলোচনার জন্য সরকার বিল দুটি যুগ্ম সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) পাঠাতে আগ্রহী। বিল দুটি জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব আইনমন্ত্রীকে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বিল আইনে পরিণত হলে লোকসভা ও বিধানসভার পাশাপাশি পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় সরকারের নির্বাচনও একসঙ্গে করা যাবে। সরকারের যুক্তি, তেমন করা গেলে নির্বাচন ঘিরে বিপুল অর্থ ব্যয় যেমন হবে না, তেমনই সর্বস্তরে উন্নয়নমূলক কাজও ব্যাহত হবে না। নির্বাচন ঘোষণার পর আদর্শ আচরণবিধি অনুযায়ী সরকার নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নতুন উন্নয়নমূলক কাজেও হাত দিতে পারে না। সরকার মনে করে, এতে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ, বছরভর কোথাও না কোথাও ভোটের দরুন উন্নয়ন থমকে থাকে। ফলে প্রকল্প খরচ বেড়ে যায়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে এক দেশ এক নির্বাচনের রিপোর্ট জমা পড়ে গিয়েছে। 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্র। গত মার্চ মাসে সেই কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। যেখানে 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'-এর পক্ষে সায় দেওয়া হয়েছে। যদিও বিরোধী দলগুলি শুরু থেকেই 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর বিরোধিতা করে এসেছে। বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেছেন, এই নীতি ঘুরপথে আমেরিকার

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ধাঁচের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংসদীয় গণতান্ত্রের পরিপন্থী। তবে বিরোধীদের আপত্তি নিয়ে সেভাবে মাথা ঘামাচ্ছে না মোদি সরকার। চলতি অধিবেশনের ১৪তম দিনে এক দেশ এক ভোটের প্রস্তাবে সায় দিল গোটা ক্যাবিনেট। শীতকালীন অধিবেশনেই এই বিল পেশ করা হতে পারে সংসদে। উল্লেখ্য, আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে অধিবেশন। তার মধ্যেই মহাগুরুত্বপূর্ণ এই বিল পাশ করিয়ে নিতে চেষ্টা করবে সরকার। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে 'এক দেশ এক ভোট' নিয়ে কথা বলেছিল মোদী সরকার। সংসদের পাঁচদিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে বলেও খবর। 'এক দেশ এক ভোট' বিধি চালু হলে আলাদা আলাদা নির্বাচনের জন্য যে খরচ হয় তা বেঁচে যাবে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে। এর মধ্যে রয়েছে ভোট আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশনের খরচ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার সংক্রান্ত ব্যয়। আরও একটা সুবিধা হল, সরকারি আধিকারিকদের কর্মক্ষমতা বেড়ে যাবে। বিভিন্ন সময়ে ভোটের কারণে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। তাতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। তার উপরে আদর্শ আচরণ বিধির জন্য থমকে থাকে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পও। এছাড়া আইন কমিশনের মতে, একেবারে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন হলে ভোটের হারও বেড়ে যাবে। কারণ একবারই ভোট দিতে হবে। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ভারত সরকার একযোগে নির্বাচনের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠন করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যেহেতু ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনগুলি বেশিরভাগই একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার পরে এই চক্রটি ভেঙে যায় এবং এখন, প্রায় প্রতি বছর এবং এক বছরের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন হয়, যার ফলাফল সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা ব্যাপক ব্যয়, নিরাপত্তা বাহিনী এবং অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব থেকে এই ধরনের নির্বাচনে নিয়োজিত, মডেল আচরণবিধির দীর্ঘায়িত প্রয়োগের কারণে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এবং যেখানে ভারতের আইন কমিশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার সম্পর্কিত তার ১৭০ তম প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, 'প্রতি বছর নির্বাচনের এই চক্রটি, এবং মৌসুমের বাইরে, শেষ করা উচিত। আমাদের অবশ্যই সেই পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে হবে যেখানে লোকসভা এবং সমস্ত বিধানসভার নির্বাচন একবারে অনুষ্ঠিত হয়। এটা সত্য যে আমরা ৩৫৬ ধারা (যা অবশ্যই এসআর বোম্মাই বনাম কেন্দ্রীয় সুপ্রিমকোর্টের সিদ্ধান্ত) ব্যবহারের কারণে উদ্ভূত সমস্ত পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলিকে প্রাধান্য রেখেই বিধানসভার জন্য একটি পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এটা একেবারেই নিয়ম নয়। কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গীতা পাঠের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শিবরাজ দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এভাবেই সারা দেশ প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। নিয়মটি হওয়া উচিত 'লোকসভা এবং সমস্ত বিধানসভার জন্য পাঁচ বছরে একবার একটি নির্বাচন ।' ১৫ অগস্ট লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মোদীর আবেদন ছিল, 'আশা করি সকলেই এক দেশ, এক ভোট কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করবেন। বারংবার ভোট ভারতের উন্নয়নের গতি রুদ্ধ করে।'

মোদী সরকার মনে করছে ভোট সংস্কারের নানা পদক্ষেপে পাশে থাকবে সমস্ত দল। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিজীর সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসী একজোট একদেশ একভোটের পক্ষে। কারণ এর ফলে মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যাবে না। দেশবাসী পর্যাপ্ত পরিষেবা পাবেন এবং দেশের খরচ ও বাঁচবে।

বিষ্ণুপুরে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত শিশুদের পরিবার পেল আবাস যোজনার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কেন্দ্রের আবাস বঞ্চনায় মেলেনি ঘর, কাঁচা মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। সন্তানহারা পিতাদের সঙ্গে নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন দিল্লিতে আন্দোলনে, মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন সন্তানহারা পিতাদের আবাসের বাড়ি পাইয়ে দেবে, অবশেষে রাজ্যের একক প্রচেষ্টায় সন্তানহারা পরিবার পেল আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা, শুরু শাসকবিরোধী রাজনৈতিক তরজা। ২০২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বিষ্ণুপুর ব্লকের বরামারা গ্রামের রোহন সর্দার, নিশা সর্দার, অঙ্কুশ সর্দার তিন শিশু উঠানে খেলা করার সময় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে তাদের মৃত্যু হয়। পরিবার অভিযোগ ছিল আবাস যোজনা লিস্টে নাম থাকার সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জন্য তারা বাড়ি তৈরি করতে পারেনি, বাড়ি তৈরি করতে পারলে হয়তো তাদের শিশুদের হারাতে হত না। দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত সন্তানদের সৎকার করেই বাড়ির জন্য টাকা চাইতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন তিন হতভাগ্য পিতা। কিন্তু তাঁদের কাতর আর্জি শোনেনি মোদি সরকার। তবে কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ১২লক্ষ উপভোক্তার বাড়ির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকতে শুরু করেছে। এই লিস্টে নাম রয়েছে বড়ামারা গ্রামের সন্তানহারা তিন বাবা জয়দেব সর্দার, প্রশান্ত সর্দার ও চণ্ডী সর্দারের নামও। সন্তান হারানোর বেদনার মাঝেই তাঁদের মনে এক টুকরো খুশির ছোঁয়া প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পেয়ে।

সন্তানহারাদের দাবি, আমরা সন্তানদেরকে ফিরে পাব না। আবাস তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও আমরা পাকা বাড়ি পাইনি। মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির জন্য টাকা দিচ্ছেন। এতে আমরা খুশি।

সন্তানহারা তিন পিতার মধ্যে দু'জনের টাকায় ইতিমধ্যেই ঢুকেছে, কিন্তু জয়দেব সরদারের টাকা এখনো ঢোকেনি। তবে মহকুমা শাসক জানিয়েছে জয়দেব বাবুর ও টাকা দু-একদিনের মধ্যেই ঢুকে যাবে।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিক্রম জিৎ চ্যাটার্জি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কারণেই এই গরিব মানুষগুলো বাড়ি পায়নি। এবার মুখ্যমন্ত্রী দৌলতে পাবেন। বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী বলেন, শাসকদলের নেতারা টাকা নিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের আবাসের বাড়ি দিয়েছে অথচ যাদের বাড়ি পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তারা বাড়ি পায়নি।

জামিন পেলেন ৪ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির রিষড়ায় ঘরের দরজা ভেঙে মহিলার ছবি তোলার ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে চার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে রিষড়া থানার পুলিশ। কিন্তু নিজের মেয়ের শ্লীলতাহানির ও অশ্লীল ভিডিও করার অভিযোগ সাংবাদিকদের জানানোর সময় হেসে ফেলেন অভিযোগকারী মহিলার বাবা। শুধু তাই নয়, সেই মহিলা যেই ভিডিও প্রকাশ করেন তাতেও দেখা যায় সাংবাদিকেরা তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দাড়িয়ে প্রতিবেশীর থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। অভিযোগকারী মহিলা এমনকী সাংবাদিকদের যেই সাক্ষাৎকার দেন তার সঙ্গে তার লিখিত বয়ানের অনেক ফারাক লক্ষ্য করা যায়। সাংবাদিকদের আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানান, সাংবাদিকেরা গিয়েছিলেন একটি খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্যে। মিথ্যা অভিযোগটা যে করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের কাছে যা ফুটেজ এসেছে এবং মহিলার দেওয়া যেই ভিডিও সাংবাদিকদের দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সাংবাদিকেরা মহিলার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে দাড়িয়ে খবর সংগ্রহ করছেন, এবং তারা তাদের খবর করে পাড়া থেকে বেরিয়ে আসছেন।পাল্টা দেখা যায় ওই মহিলা খবর সংগ্রহ করতে বাধা দেয় সাংবাদিকদের। তিনি জানান, অভিযুক্ত ২ জন সাংবাদিককে জামিন দিয়েছে আদালত। অভিযুক্ত সাংবাদিক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী জানান, আমরা খবরের সত্যতা যাচাই করতে গিয়েছিলাম, দুই পক্ষের সাক্ষাৎকার আমরা ফোনে নিয়েছি, বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে ২৮ তারিখ রাতে দেখা হলে তিনি জানান যে আমার কাছেও এই বিষয়ে প্রমাণ আছে তোমরা কাল দুপুরে এসো। তাই আমরা তার পাড়ায় গিয়েছিলাম, উনি নেই শুনে আমরা বাইরে থেকে কথা বলে চলে এসেছি। যদিও এই বিষয়ে বিশ্বনাথ চৌধুরী মুখ খোলেননি, তিনি জানান, এই বিষয়ে তার আইনজীবী কথা বলবেন।

নীল সাদা রং করে কেন্দ্রের পাঠানো টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

সমস্যা সমাধানের আশ্বাস জেলা পরিষদের সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নীল সাদা রং করে কেন্দ্রের পাঠানো টাকা তছরূপ করার অভিযোগ তুলল বিজেপি। বিজেপির এই অভিযোগকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে পানাগড় বাজারের রেল কলোনি ঝুপড়ি পাড়া এলাকায়। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার কাঁকসার বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানায় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির কাঁকসা পঞ্চায়েতের সদস্য আনন্দ কুমারের অভিযোগ, ঝুপড়ি পাড়া এলাকায় বহু গরিব মানুষের বসবাস। অনেকেরই ঘরে শৌচালয় নেই। যার কারণে ফাঁকা জায়গায় এলাকার মানুষকে প্রাতকৃত্য করতে যেতে হয়। সেই কারণে ওই এলাকায় বহুকাল আগে যে কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছিল। তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ার কারণে এলাকার বাসিন্দারা সেখানে নতুন করে কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণের দাবি জানিয়েছিলেন। সেই মতো জেলা পরিষদের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রের পাঠানো টাকায় শৌচালয় নির্মাণ হলেও বাইরে থেকে রং করে ফেলে রাখা হয়েছে। এদিকে ভিতরে কিছুই কাজ করা হয়নি। বিজেপি কর্মীদের অনুমান শৌচালয় রং করে দেওয়ালে প্রকল্পটি লিখে টাকা আত্মসাৎ করেছে শাসক দল ও ঠিকাদার। দ্রুত কাজ সম্পন্ন না হলে তারা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

যদিও এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস জানিয়েছেন, প্রকল্পের কাজ হয়েছে জানতেন। কিন্তু কাজ শেষ হয়নি এই বিষয়ে তার জানা ছিল না। কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

জেলা পুলিশের হানায় উদ্ধার ৪৭ কেজি গাঁজা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: কারো হাতে টাকার থলে, কারো মুঠো ভর্তি টাকা। এই ভাবেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির চকদিঘি এলাকায় গাঁজা কিনতে হাজির হন বর্ধমান, বীরভূম, কালনা, কাটোয়া সহ বিভিন্ন এলাকার খুচরো ব্যবসায়ীরা। এদিন এলাকায় ঢুকে সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে প্রথমে হতভম্ভ হয়ে পরে ছুটে পালায় তারা।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বুধবার দুপুরে মেমারির চকদিঘি মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িয়ে হানা দিয়ে জেলা পুলিশের একটি দল বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করে। যার ওজন আনুমানিক ৪৭ কেজি। তার সঙ্গে আনুমানিক ৪৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। টাকা গুনতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক থেকে টাকা গোনার মেশিন আনে পুলিশ। এই ঘটনায় সংগীতা সাহানি নামের এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় এই বিষয়ে মেমারি থানায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন জেলা পুলিশ সুপার। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করার পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রাতেই গোটা বাড়ি তল্লাশির পর মেমারি থানার পুলিশ গোটা বাড়ি শিল করে দিয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সেই খবর সম্প্রচার হলেও হুঁশ নেই অন্যান্য ব্যবসায়ীদের। রীতিমতো বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সংগীতা সাহানির বাড়িতে গাঁজা কিনতে এক এক করে হাজির হতে থাকেন বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা। যদিও এই বিষয়ে এলাকার মানুষ ক্যামেরার সামনে কিছুই বলতে চায়নি। এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, সকাল থেকেই তারা দেখতেন অনেক অচেনা মুখের মানুষ ওই বাড়িতে আসা যাওয়া করত। অনেক দূর দুরন্ত থেকেও মানুষ আসতেন। পুলিশ আগে থেকেই এই বিষয়ে কিছু জানতো কিনা তা জানা নেই।

অভিভাবক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুধুমাত্র পড়াশোনার মান উন্নয়নই নয়, ছাত্রদের শিখতে হবে সঠিক আচর আচরণ, তাদের বেশভূষা, ছাত্র সুলভ আচরণ, তাদের চুল কাটার ক্ষেত্রে রাখতে হবে শালীনতা, এই সমস্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়

পূর্বস্থলীর পারুলিয়া কুল কামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে। আর এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি স্যামসুন্দর ব্যানার্জি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত সামন্ত সহ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক অভিভাবিকারা। এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, প্রকৃত মানুষ হতে গেলে ছাত্রদের ছাত্রসুলভ আচরণ শিখতে হবে, আমাদের বিদ্যালয় বহু দূর-দূরান্ত থেকে তাদের এলাকার স্কুল ছেড়ে আমাদের স্কুলে অভিভাবক অভিভাবিকা ভর্তি করেন, তাদের ছেলে মেয়েরা কিরকম পড়াশোনা করছে, স্কুলের আরো মান উন্নয়নের তাদের কি বক্তব্য সমস্ত কিছুই শোনা হয় তাদের কাছ থেকে।

শালবনিতে রেশমি কোম্পানির জব প্রদান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শালবনিতে আইটিআইয়ের কয়েকশো ছেলে মেয়েকে চাকরি দিল রেশমি গ্রুপ অফ কোম্পানি। সমাজের বেকার সমস্যার সমাধানে যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে রেশমি গ্রুপ ও শালবনি ব্লকের আইটিআই কলেজ। বুধবার খড়গপুরের রেশমি কোম্পানির উদ্যোগে শালবনির বাকিবাঁধ পঞ্চায়েতের প্রাইভেট আইটিআইতে দু'দিনের বিশেষ জব ক্যাম্পাসিং ও জব প্রদান কর্মসূচি নেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এমনকি অন্যান্য রাজ্য থেকেও অনেক বেকার ছেলে এই ক্যাম্পাসিংয়ে অংশগ্রহণ করে। আইটিআই কলেজের চেয়ারম্যান জানান, ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের জব দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার সহ বিভিন্ন রকম জবে ছাত্র-ছাত্রীদের নেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন রেশমি কোম্পানির উদ্যোক্তারা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জেলায় জেলায় জবফেয়ার মেলা হয়ে থাকে। বুধ ও বৃহস্পতিবার শালবনির প্রাইভেট আইটিআই ও খড়গপুরের রেশমি কোম্পানির এই যৌথ উদ্যোগের শিবিরকে কোথাও যেন মুখ্যমন্ত্রীর সেই জব ফেয়ারের প্রতিলিপি বলে অনেকে মনে করছেন। যদিও বিষয়টি সেরকম নয় বলে শালবনি প্রাইভেট আইটিআই কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। রেশমি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রথম দিন প্রায় ৫৭০ জন ছাত্রছাত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাকি যারা ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করছে তাদের সকলেরই তথ্য এবং বায়োডাটা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গাছ কাটার অভিযোগ, বাজেয়াপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই বেআইনিভাবে শয়ে শয়ে গাছ কাটা চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আউশগ্রামের বেলেমাঠ এলাকায়

পুলিশ ও বনবিভাগ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ। হেদোগড়ে এলাকায় সেচনালার পাড়ে শাল সহ বিভিন্ন প্রজাতির কয়েকশো গাছ ছিল। দিন কুড়ি আগে থেকে সেই গাছ কাটা হয় বলেই অভিযোগ। তারপর বেলেমাঠ গ্রামে একটি ফাঁকা জায়গায় সেই সমস্ত গাড়ি গাড়ি কাঠ নিয়ে এসে রাখা হয়। সেই খবর পেয়ে ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশের সহায়তা নিয়ে এদিন সেখানে অভিযান চালায় আদুরিয়া বনবিভাগ। তারা ওইসমস্ত বিপুল পরিমাণ বেআইনি কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে বনবিভাগের নজরদারি এড়িয়ে এইভাবে বিপুল সংখ্যক গাছ কাটার ঘটনায় উঠছে প্রশ্ন। তবে স্থানীয়দের একাংশের দাবি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক বনবিভাগ।

ঝাড়গ্রামে আইডব্লিউএমের উদ্যোগে বনভোজনের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামে আইডব্লিউএম এর উদ্যোগে বনভোজনের আয়োজন। আইডব্লিউএম-এর ঝাড়গ্রাম শাখা এক আনন্দঘন বনভোজনের আয়োজন করেছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দলের সদস্যদের মানসিক প্রশান্তি ও পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করা। ঝাড়গ্রামের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে আয়োজিত এই বনভোজনে অংশ নেন সংগঠনের বহু সদস্য-সদস্যা। সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলা ও আলোচনার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা একত্রে রান্না, খাওয়া-দাওয়া এবং আড্ডার মাধ্যমে দিনটি উপভোগ করেন। সংগঠনের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি সন্দীপ পাত্র জানান, 'আমাদের টিম শুধু রাজনীতি নয়, সদস্যদের ব্যক্তিগত ও মানসিক সুস্থতার প্রতিও গুরুত্ব দেয়। এই বনভোজন আমাদের একতা ও সামগ্রিক মানসিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।'

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৩য় তল, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - ৮২৫০২৬৬৩৯৭
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২ এর ৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১) **শামিম আহমেদ (ঋণগ্রহীতা) এবং শবনম পারভিন (সহ ঋণগ্রহীতা)** ২) ১১৪৯৬৭৫১০০০০১৩৬৬ ১১৪৯৬৭৫১০০০০১৩৭৩	১. ১৪.০৯.২০২২ ২. ১৮.১২.২০২৪ ৩. ২১,৬৬,৫৯৬ **টাকা (একুশ লাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশ ছিয়ানব্বই টাকা)** ১০.০৩.২০২২ **অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং হল, ১ বাথ তথা প্রিভি, ১ কিচেন এবং একটি বারান্দা, অবস্থিত চতুর্থতলে, ফ্ল্যাট নং ৩বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫২ বর্গফুট কমবেশি, এবং যথাযথ ভাগ অংশ সিঁড়ি এবং লিফট উক্ত প্রেমিসেসে নং ১০২/২এ, তিলজলা রোড, কলকাতা ৭০০০৪৬, থানা : কড়েয়া, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির আনুমানিক এরিয়া ১০ কাঠা ৪ ছটাক ২৮ বর্গফুট কমবেশি, এবং তদস্থিত নির্মাণ পুরসভা প্রেমিসেস নং ১০২/২এ, তিলজলা রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৬, থানা কড়েয়া, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** তিলজলা রোড; **পূর্বে :** অন্যান্যর জমি, তিলজলা রোড; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ১০২।

তারিখ : ১৮.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

কাকদ্বীপ শাখা
"ললিত ভিলা" গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কাকদ্বীপ শাখা, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১.০৯.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী নীতেশ দাস এবং জামিনদাতা শ্রী বিধান দাস গ্রাম - অক্ষয়নগর, রিফিউজি কলোনি, পো. এবং থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৭** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৮৩,৯৪১.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তিরাশি হাজার নশো একচল্লিশ টাকা) ০৩.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৭ ডিসেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কাকদ্বীপ শাখার নিকট বকেয়া ১৪,৮৩,৯৪১.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তিরাশি হাজার নশো একচল্লিশ টাকা) ০৩.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য পরবর্তী সুদ, মূল্য, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ০৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : অক্ষয়নগর, জেএল নং ৩৮, তৌজি নং ২৮২৩, সিএস খতিয়ান নং ১৩৫, আরএস খইতয়ান নং ২৩২, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৯, সিএস দাগ নং ৩৩২, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৯, সিএস সিএস দাগ নং ৩৩২, আরএস দাগ নং ৩৮১, এলআর দাগ নং ৬০৩, জমির এরিয়া ৩.০৮৭ ডেসিমেল, মোট জমির এরিয়া কমবেশি ৪ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ ভবন, থানা : কাকদ্বীপ, স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি শ্রী বিধান দাসের নামে।**

তারিখ : ১৭.১২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রীমতি মঞ্জু দেবী** (ঋণগ্রহীতা), স্বামী প্রয়াত রাজারাম মল্লিক, ১৮৫/বি, রামকৃষ্ণ রোড, পো : চত্রা, বৈদ্যবাটী, থানা: শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী তাপস কুমার সাধুখাঁ** (জামিনদাতা), পিতা তপন কুমার সাধুখাঁ, ৪১, তারাপুকুর লেন, পো এবং থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ এবং **শ্রী শেখর দাস** (জামিনদাতা), পিতা প্রফুল্ল দাস, ৩৮ (৩২/২/১), ভট্টাচার্য গার্ডেন রোড, পো : মল্লিকপাড়া, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : শ্রীরামপুর**	০৩.১০.২০২৪ এবং ১৯.১২.২০২৪	**৭,৯২,২৭৪ টাকা** (সাত লাখ বিরানব্বই হাজার দুশো চুয়াত্তর টাকা) **০৩.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ **০৪.১০.২০২৪** থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৮৬২ বর্গফুট, অবস্থিত আরএস দাগ নং ১১২ এবং ১১৩, এলআর দাগ নং ১৪১, আরএস খতিয়ান নং ৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬৬৮১, বর্তমানে ২৯৭৩১, মৌজা : শ্রীরামপুর, জেএল নং ১৩, হোল্ডিং নং ৮/১/বি, এস সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, শ্রীরামপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ২১১২ -২০১৩ সালের, তারিখ ২১.০৩.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৪, পৃষ্ঠা ১৭৫৭ থেকে ১৭৭৩, শ্রীমতি মঞ্জু দেবীর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শেখ শম্ভু এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** মোহরজান বিবির সম্পত্তি, **পূর্বে :** আদিল মল্লিক এর সম্পত্তি এবং ৩ ফুট সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** শেখ আসলামের সম্পত্তি।

তারিখ- ১৯.১২.২০২৪, স্থান- শ্রীরামপুর স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০ ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট IV-A
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন রুল ৮(৬)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রীমতি পায়েল ভঞ্জ**, স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ ভঞ্জ, গ্রাম এবং পো : তিরোল, থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৬০২, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী প্রসেনজিৎ ভঞ্জ**, পিতা শ্রী অশোক ভঞ্জ, গ্রাম এবং পো : তিরোল, থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৬০২, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : আরামবাগ।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত সমুদয় নির্মাণ জমির পরিমাণ ১২ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : তিরোল, জেএল নং ১৭, এলআর প্লট নং ৩৬৪৮, ৩৫৪০, ৩৫৪১, আরএস খতিয়ান নং ২৫৭৪, ২৫৭৩, ৪০৮, ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৪, ২৫৭৩, তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : তিরোল, থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আরামবাগ, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১১-২০১৭, তারিখ ০১.১১.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৬-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭২৮৭৮ থেকে ৭২৮৯৭, শ্রীমতি পায়েল ভঞ্জ এবং শ্রীমতি প্রসেনজিৎ ভঞ্জ এর নামে।	১১,৮৪,৯৪২ টাকা (এগার লাখ চুরাশি হাজার নশো বিয়াল্লিশ টাকা) ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ, অন্যান্য ব্যয় সহ	ক) **১৭,৭৩,০০০ টাকা (সতের লাখ তিয়াত্তর হাজার টাকা)** খ) **১,৭৭,৩০০ টাকা (এক লাখ সাতাত্তর হাজার তিনশ টাকা)** গ) **১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)** ঘ) IDIB50413698141 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর সহিত এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য support.ebkray@psballiance.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : রণধীর কুমার, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৭২৭৭০৬৪০০০)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৭.১২.২০২৪ স্থান : আরামবাগ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

আইকেএফ টেকনোলজিস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**আইকেএফ টেকনোলজিস লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২২ ফেব্রুয়ারি ২০০০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা রেজি. নং ১১১২৫৩
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	L72200WB2000PLC111253
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৪র্থ তল, জে-১/১২, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, উত্তর পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত ৭০০০৯১
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	নির্দেশ তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ গ্রহণের তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১১ জুন ২০২৫ (নির্দেশের তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম : **অশ্বনি রাস্তোগি** রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P-2137/2020-2021/13357
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৬০৩, লক্ষ্মী দীপ বিল্ডিং, নির্মাণ বিহার মেট্রো, লক্ষ্মী নগর ডিসি, নিউ দিল্লি - ১১০০৯২ মেল : ashwani.rastogi.ca@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ডি-৭১, দীন দয়াল নগর - ১, রমা বুক ডিপোর নিকট, মোরাদাবাদ, উত্তরপ্রদেশ - ২৪৪০০১ মেল : ashwani.rastogi.ca@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১ জানুয়ারি ২০২৫ (নির্দেশ গ্রহণের তারিখ থেকে ১৪ দিন)
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **আইকেএফ টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে (নির্দেশ গৃহীত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪)।
আইকেএফ টেকনোলজিস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদারের স্বাক্ষর :

শ্রী অশ্বনি রাস্তোগি
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
আইকেএফ টেকনোলজিস লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02137/2020-2021/13357
এএফএ নং AA1/13357/02/311225/107807
এএফএ বৈধ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত
ইমেল আইডি : ashwani.rastogi.ca@gmail.com
তারিখ এবং স্থান : ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪, নিউ দিল্লি

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব

পুরসভার কার্নিভালের নামে টাকা তোলার অভিযোগ তুললেন ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদা পুরসভায় কার্নিভালের আয়োজনকে ঘিরে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে বাগবিতন্ডা শুরু হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলামের অভিযোগ, পুরসভার কার্নিভালের নামে অতিরিক্ত ডোনেশন আদায় করা হচ্ছে। পুরসভার তহবিলে সেই টাকা জমা পড়ছে না। এটা সম্পূর্ণ অনৈতিক। পাল্টা পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যানের কার্তিক ঘোষের বক্তব্য, অনৈতিক কোনো কিছু প্রমাণিত হলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।

এদিকে পুরাতন মালদা পুরসভার কার্নিভালের অনিয়মের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। অভিযোগ তুলে দলীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের দ্বারস্থ খোদ তৃণমূলের ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরাতন মালদা তাঁতিপাড়ার মাঠে কার্নিভালের আয়োজন করছে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা ও কার্নিভাল উদযাপন কমিটি। কিন্তু আয়োজনের শুরুতেই তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক শোড়গোল পড়ে গিয়েছে।

গতবছরও কার্নিভালের আয়োজন হয়েছিল পুরাতন মালদায়। সেই সময় বেহিসেবী ভাবে টাকা তোলা হয়। সফিকুল ইসলামের অভিযোগ, এবারও কার্নিভাল আয়োজনের জন্য পুরসভার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হচ্ছে। যার কোনও টাকাই জমা পড়ছে না পুরসভার তহবিলে। ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক এবং পুরমন্ত্রীকে অভিযোগ পত্র পাঠিয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান। পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন কার্নিভালের নামে জোর করে টাকা তোলা হয়েছে বা হচ্ছে তাহলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব।

খাবারের গুণগত মান খতিয়ে দেখতে দোকানে হানা ফুড সেফটি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: খাবারের গুণগত মান খতিয়ে দেখতে দোকানে আচমকা হানা ফুড সেফটি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন বেকারি, ফাস্টফুডের দোকানে গিয়ে খাবারের গুণগত মান, ফুড লাইসেন্স সহ একাধিক জিনিস খ তিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, সামনেই বড়দিন। আর বড়দিনের উৎসব মানেই আড্ডা ঘোরাফেরার সঙ্গে কেক সহ অন্যান্য প্রচুর খাওয়া দাওয়া। আর সেইসব খাবার খেয়ে যাতে মানুষের স্বাস্থ্যের কোনওরকম অবনতি না হয়, সেই কারণে নড়েচড়ে বসল ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট। বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখেন ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি দোকানগুলিতে যে ওজন মেশিন গুলো রয়েছে, সেগুলির নবীকরণ করা হয়েছে কিনা সেগুলি খতিয়ে দেখা হয় ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের তরফে।

এবিষয়ে পরিদর্শন দলের এক আধিকারিক জানান, 'আমাদের এই ধরনের অভিযান সারা বছর ধরেই চলতে থাকে। ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার প্রটেকশন নামে আমাদের একটি কমিটি রয়েছে, যার চেয়ারম্যান স্বয়ং জেলা শাসক। তাঁর নির্দেশেই আমাদের এই পরিদর্শন চলছে। সামনেই বড়দিন, তাই বিশেষ করে কেকের দোকানগুলোতে আমরা বিশেষভাবে নজর দিয়েছি। যারা কেক কিনবেন তারাও যেন বিশেষভাবে দেখে নেন কবে কেকটি বানানো হয়েছে। পাশাপাশি অনেক দোকানে ওজন মেশিনগুলো রিনিউ করা নেই। যাদের এরকম রয়েছে তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে।'

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের আকার নিল আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আর ফের ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ উঠে এল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ উঠল চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে। আর তাতেই এই মৃত্যুর ঘটনা বলে অভিযোগ রোগীর আত্মীয়দের। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে আরামবাগ দু'নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কল্পনা তাঁতিকে (৪০) আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন তার বাড়ির লোকজন। ওই রোগীর ঠান্ডা লেগে গলার সমস্যা হয়েছিল। রোগীর বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, মঙ্গলবার থেকে বুধবার পর্যন্ত মাত্র একবার ডাক্তার বাবু দেখেছিলেন। কিন্তু আর কোনও ডাক্তারবাবু তাকে দেখতে আসেননি। রোগীর অবস্থার অবনতি হলে বারবার কর্তব্যরত নার্সদের জানানো হলেও তারা কোন কর্ণপাত করেননি। রোগীর বাড়ির লোক অন্যত্র নিয়ে যেতে চাইলে

সেখানেও তাদের রোগীকে ছাড়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই অবস্থা দেখে পাশাপাশি অন্য রোগীর বাড়ির লোকজনেরাও অভিযোগ করেছেন যে, এই আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যারা কর্তব্যরত নার্স, ওয়ার্ড বয়, ওয়ার্ড গার্ল রয়েছেন তাদের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ। রোগীর কোনও কথা শোনেননি বলেও অভিযোগ। এদিকে এই বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইচ্ছে করে তার মাকে ভুল ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলেছে ডাক্তার বাবুরা বলে অভিযোগ করেন মৃতার মেয়ে নিশা তাঁতি। তিনি অভিযোগ করেন মায়ের যখন অবস্থার অবনতি হতে থাকে তখন নার্সদের বার বার বলেছি কিছু করুন। আমার মাকে ওরাই মেরে ফেলল। যদিও এই বিষয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃরমাপ্রসাদ রায় বলেন, আমি শুনেছি। চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। নার্সদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছেন। আমি অবশ্যই তদন্ত করব।

পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনায় নাম, বঞ্চিত গরিব মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: পঞ্চায়েত প্রধান, সুপারভাইজার ও তৃণমূল নেতাদের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনার তালিকায় বঞ্চিত গরিব মানুষ। উত্তর চব্বিশ পরগনার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক যোগ্য ব্যক্তিদের আবাস যোজনার তালিকায় নাম নেই। তবে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ঘরের তালিকায় নাম আছে বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান সুষমা মণ্ডল সহ একাধিক তৃণমূল নেতা ও তার আত্মীয়দের। দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূলেরই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ দাস ও বিজেপি নেতৃত্ব। অভিযোগ টাকার বিনিময়ে আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হয়েছে। যে টাকা দিতে পেরেছে তার পাকা বাড়ি থাকলেও ঘর পেয়েছে। প্রধানের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল তার ঘরের চারদিকে ইটের দেওয়াল দেওয়া। ঘরের মেঝে পাকা করা। প্রধান বলেন, তিনি প্রধান হওয়ার আগে তার বাংলার আবাস যোজনার ঘরের জন্য নাম দেওয়া ছিল। নতুন ভাবে ভেরিফিকেশনের পর তার নামে ঘর এসেছে। তার দাবি তিনি ঘর পাওয়ার যোগ্য বলেই তাকে ঘর দেওয়া হয়েছে। তবে যে ওয়ার্ডে তার বাড়ি তার পাশের ওয়ার্ডে ঘর পাওয়ার কারণ নিয়ে কোনও যুক্তি দিতে পারেনি। তার আরো দাবি, তার অঞ্চলে যোগ্য মানুষ ঘর পেয়েছে। বিজেপি বিরোধিতা করার জন্য অভিযোগ করছে। মালিদা গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতির দাবি, পুরনো তালিকায় তার নাম ছিল। পাকা বাড়ি থাকায় সেই নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। তার বা তার পরিবারের কারো নামে কোনও ঘর আসেনি। বিজেপির পক্ষ থেকে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। বাগদার বিডিও প্রসূন প্রমানিক বলেন, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কিছু অভিযোগ এসেছিল। গ্রাম সভার মাধ্যমে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। এরপরও যদি কোনও অযোগ্য ব্যক্তি ঘর পেয়ে থাকেন সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে। অযোগ্য হলে তার ঘরের টাকা আটকে দেওয়া হবে। বাংলার আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানে নাম থাকা নিয়ে বিডিও বলেন, প্রধানের বিষয়টি দেখা হয়েছে। তিনি গরিব বলে ঘরের তালিকায় তার নাম রয়েছে।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে কিনারা চুরির, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোয় দুঃসাহসিক চুরি অশোকনগরে। চুরির গোটা ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরা বন্দি। গ্রেপ্তার চোরের দুই পান্ডা, উদ্ধার চুরি যাওয়া লক্ষাধিক টাকার নির্মাণ সামগ্রী। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অশোকনগর কল্যাণগড় এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে একটি বাড়ি তৈরির কাজ চলছিল, সেখ ানে রাখা ছিল বেশ কয়েক টন লোহার রড। চলতি মাসের ১৪ তারিখ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সিসি ক্যামেরায় দেখা যায় দুটি ইঞ্জিন ভ্যানে করে বেশ কয়েকজন এসে নির্মীয়মাণ বাড়িতে থাকা লোহার রড ভ্যানে লোড করে একদম স্বাভাবিক মেজাজে ভ্যান চালিয়ে চলে গেলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুরির ঘটনা নজরে আসে মালিকপক্ষের। এরপরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সহ অশোকনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে অশোকনগর থানা পুলিশ প্রশাসন। চুরির ঘটনার তিন দিনের মাথায় অর্থাৎ চলতি মাসের ১৭ তারিখ শাসন থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এই চুরির ঘটনার মূল পান্ডা রাজু পান্ডে নামে এক ব্যক্তিকে যার বাড়ি এয়ারপোর্ট থানার গঙ্গানগর এলাকায়। পাশাপাশি এই চুরি যাওয়া লোহার রড সব সময় যে ব্যক্তি জলের দামে কিনতেন অর্থাৎ শাসন থানার কৃষ্ণ মাটি এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী নাওসের উদ্দিনকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ তারিখ এই দুজনকে পুলিশি হেপাজত চেয়ে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। এই মুহূর্তে অশোকনগর থানায় অভিযুক্তদের তিন দিনের পুলিশি হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন এই রাজু পান্ডের কাজ হল বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন নির্মীয়মাণ বাড়িতে থাকা বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর চুরির ছক কষা। আর সেই চুরির মাল জলের দামে কিনতেন শাসন থানা এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী নাওসের উদ্দিন। এদিন চুরির গোটা ঘটনার বিবরণ জানিয়ে অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্তামণি নস্করকে পাশে রেখে সাংবাদিক বৈঠক করেন এসডিপিও হাবড়া প্রসেনজিৎ দাস। চুরি যাওয়ার মাত্র তিনদিনের মধ্যে চুরির কিনারা করায় খুশি অভিযোগকারী বাপ্পা দাস।

জাল পাসপোর্ট চক্রের ২ পান্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিহরপাড়া: জাল পাসপোর্ট চক্রের দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল এসটিএফ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে অসম পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স।

এসটিএফ সূত্রের দাবি, ধৃতদের সঙ্গে জঙ্গিযোগের সম্ভাবনাও রয়েছে। দু'জনেই বাংদেশের এক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে ধৃত আব্বাস আলি ও মীনারুল শেখের বিরুদ্ধে। ধৃতদের কাছ থেকে ৪টি মোবাইল এবং একটি পেনড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

আব্বাস আলির বাড়ি হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর। মীনারুল শেখ হরিহরপাড়া থানার বহরাণের বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দারা আব্বাসকে মুসলিম ধর্মগুরু হিসাবেই মানতেন। বাসিন্দাদের দাবি, তবে গোপনে কি করত আমাদের জানা নেই। হরিহরপাড়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জনে জাল পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে জড়িত। জাল পাসপোর্ট তৈরি করত দু'জনে মিলে। জাল পাসপোর্ট থেকেই দু'জনের নাম ঠিকানা জানতে পারে অসম পুলিশের এসটিএফ। বুধবার রাত তিনটে নাগাদ আসাম পুলিশের টাস্ক ফোর্স হরিহরপাড়া থানায় আসে। হরিহরপাড়া পুলিশের সহযোগিতায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করে এদিন ভোরে অসম রওনা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা মহসিন আলি বলেন, মেয়ে পাচার চক্রে এর আগে আব্বাস, আলি সাত বছর জেল খেটেছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের স্পোর্টসের মিটিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্কুল পড়ুয়াদের মাঠমুখি করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে সেই কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে উদ্যোগ নিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষা দপ্তর। মাদ্রাসা বোর্ডের স্পোর্টস শুরু হতে চলেছে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর মাদ্রাসা বোর্ডের জেলা স্তরের স্পোর্টস হবে হাবড়ার বাণীপুর মাঠে। সেখানে যারা স্থানাধীকার করবে তারা রাজ্য স্তরে যাবে। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার বারাসাত জেলাশাসকের দপ্তরে একটি আলোচনা সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা উত্তর ২৪ পরগনা মাদ্রাসা বোর্ডের স্পোর্টস এর চিফ পেট্রোন রথীন ঘোষ। মাদ্রাসা বোর্ডের আধিকারিক সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: স্বরূপনগর সীমান্তে থেকে বাংলাদেশ পাচারের আগে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, পাচারের বাইক সহ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার তিন। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা স্বরূপনগরের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর হসপিটাল মাঠ এলাকা থেকে ২০০০ পিস ট্যাবলেট সহ ৩ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল স্বরূপনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন শাহিনুর গাজী, বাড়ি স্বরূপনগরের বড় বাকড়া এলাকায়। আবুল কালাম মোল্লা, বাড়ি স্বরূপনগরের দত্তপাড়া এবং নুরুজ্জামান মোল্লা, বাড়ি স্বরূপনগরের দত্তপাড়া

এলাকায়। উদ্ধার হওয়া ট্যাবলেটের বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষাধিক টাকা। বৃহস্পতিবার তাদের বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পাণ্ডুয়ায় ধান আনতে যাওয়ার পথে ট্রাক্টর উল্টে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: ধান আনতে যাওয়ার পথে ট্রাক্টর উল্টে মৃত তিন। পাণ্ডুয়ার জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মূলগ্রামের দুর্ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম অঞ্জন হেমরম, বিশ্বজিৎ বাস্কে ও উত্তম হাঁসদা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামনার পীরা গ্রাম থেকে মূলগ্রামের দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক্টর। সেই সময় ট্রাকের ইঞ্জিনের উপর বসে ছিল অঞ্জন হেমরম, বিশ্বজিৎ বাস্কে ও উত্তম হাঁসদা। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ২৮ থেকে ৩০ এর মধ্যে। পীড়া গ্রামে বাড়ি তিন যুবকের। মূলগ্রামে যাওয়ার পথে মাঠে নামতে যাওয়ার সময় হঠাৎই উল্টে যায় ট্রাক্টরটি। ট্রাক চালাচ্ছিলেন অঞ্জন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎই ট্রাক্টরটি উল্টে যায়। চালক সহ তিনজনেই ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পান্ডুয়া থানা ও বৈঁচি ফাঁড়ির পুলিশ। ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত তিনজনকে দেহ থানায় নিয়ে আসা হয় পরে সেখান থেকে ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে ময়নাতদন্তের জন্য।

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের পাশে সাংবাদিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের প্রথম নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকদের স্বার্থে গড়ে ওঠা সাংবাদিক সংগঠন ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উন্মোচিত হল একটি ম্যাগাজিন। যেখানে এই সাংবাদিক সংগঠন গত ২ বছরে হাওড়া, হুগলিতে আক্রান্ত সাংবাদিকদের পাশে এই সংগঠন কিভাবে দাঁড়িয়েছে ও কি কি সামাজিক কাজ করেছে তা প্রকাশিত হয় এই ম্যাগাজিনে। ম্যাগাজিনটি উদ্বোধন করেন এক নামজাদা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিশির কুমার পাল ও প্রবীণ শিক্ষক অনুপ দাস।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় ফেস অফ বেঙ্গল ও ফেস অফ হুগলি সম্মানে। ফেস অফ বেঙ্গল সম্মান তুলে দেওয়া হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক জগন্নাথ সামন্ত ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল কমেডি শিল্পী অরুণ নস্করকেও শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অনন্য অবদানের জন্য শিশির কুমার পালকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়। প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ করে তার অসাধারণ শিল্প কর্মের যা আজকের দিনে সমস্ত রিয়েলিটি শো থেকে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে বহুল প্রচার পেয়েছে এমন এক শিল্পী রিমা ব্যানার্জীকে ফেস অফ বেঙ্গল সম্মানে সম্মানিত করা হয়। ফেস অফ হুগলি সম্মানে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট শিক্ষক অনুপ কুমার দাস ও পশু প্রেমী জয়শ্রী দাসগুপ্তকে ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সক্ষম করার আর এক কারিগর তরুণ দাশগুপ্তকে। অনুষ্ঠানে কিছু উপহার তুলে দেওয়া হয় বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের। শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া ৪২ জন সাংবাদিক বন্ধুদের হাতে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পোর্টাল সাংবাদিকেরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি যারা মুখ প্রাণীদের (সারমেয়) সেবায় নিয়োজিত থাকে তাদের হাতেও শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

পুনর্বাসনের দাবিতে ইসিএলের কাজোরার জ্যানারেল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: কাজোরা এরিয়ার বন্ধ থাকা মধুজোর কোলিয়ারির বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থা। সেজন্য পরিত্যক্ত আবাসনগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থা। কিন্তু ওই পরিত্যক্ত আবাসনগুলিতে ৩০/৩৫ ধরে বসবাস করে প্রায় ৮০টি পরিবার। দ্রুত আবাসনগুলি খালি করার নোটিস পেয়ে বিপাকে পড়েছে পরিবারগুলি। তাই বৃহস্পতিবার পুনর্বাসনের দাবিতে আবাসিকরা বিক্ষোভ দেখান খনি সংস্থা ইসিএলের কাজোরা এরিয়া অফিসে। বিক্ষোভ শেষে পুনর্বাসনের দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি তুলে দেন জেনারেল ম্যানেজারের হাতে। আবাসিকরা

বলেন, নিজের ঘরবাড়ি না থাকায় ৩০/৩৫ বছর ধরে পরিবার নিয়ে পরিত্যক্ত আবাসনগুলিতে বসবাস করছি। কেউ কোনদিন আবাসন ছেড়ে দিতে বলেনি। এখন আবাসন ছেড়ে দিলে যাব কোথায়? তারা বলেন, আবাসন ছাড়তে আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু সবার জন্য আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে আবাসন ছেড়ে দিতে রাজি আছি বলে জানান তারা। এরিয়া জেনারেল ম্যানেজারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বছর ৩২ এর তুহিনা খাতুন নামে এক মহিলার। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার সাতক্ষীরা পেয়ারাতলা এলাকার বছর ৩২ এর ওই গৃহবধূ সাইকেলে করে সাকচুড়া বাগুন্ডি পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পেয়ারাতলার কাছে আসতেই ইট-বোঝাই লরি সামনে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান। পিছনের চাকা মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করছেন গাড়ি ড্রাইভার চালাছিলেন ছিল না। খালাসী গাড়ি চালাচ্ছিল যার কারণে এই দুর্ঘটনা। তাদের দাবি, সাতপুরা থেকে বাগুন্ডি পর্যন্ত যে রাস্তা আছে অত্যন্ত খারাপ। তারা আরো বলেন, পাইপ লাইনের কাজ করার সময় রাস্তা খুঁড়ে তছনছ করে দিয়েছিল। তা এখনও সারাই করা হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে ভিতরে বেশ কিছু ইটভাটা রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি ইটভাটা মালিকদের অনেকবার রাস্তা সংস্কারের কথা বলা হলেও কোন কর্ণপাত করেনি। পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। আমাদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব এই রাস্তাটি মেরামত করা হোক।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষের চোখের চিকিৎসার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল গোপীবল্লভপুর ইন্ডিয়ান স্পোটিং ক্লাব। বৃহস্পতিবার ক্লাবের উদ্যোগে হল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। উন্নতমানের মেশিন দিয়ে ডাক্তারবাবুরা এদিন চক্ষু পরীক্ষা করেন। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও শঙ্কর নেত্রালয়ের যৌথ সহযোগিতায় হয় এদিনের এই শিবির। গোপীবল্লভপুর ইন্ডিয়ান স্পোটিং ক্লাবের এদিনের শিবিরে প্রায় দেড়শো জন চক্ষু পরীক্ষা করান বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। কর্মসূচি সম্পর্কে ক্লাবের সম্পাদক সত্যরঞ্জন বারিক বলেন, দুঃস্থদের কথা ভেবে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ভারতের চাপে নতিস্বীকার পাকিস্তানের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোহলিরা খেলবেন নিরপেক্ষ দেশেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনার অবসান। 'হাইব্রিড মডেল'-এই হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতা হবে পাকিস্তানে। কিন্তু ভারতের ম্যাচগুলি হবে নিরপেক্ষ দেশে। ভারতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হল পাকিস্তানকে। তবে কিছুটা পিছু হটতে হয়েছে ভারতকেও। আগামী তিন বছর ভারতে আইসিসির কোনও প্রতিযোগিতা হলে পাকিস্তানও এ দেশে খেলতে আসবে না। তবে বলা বাহুল্য, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার যা অভিঘাত, তার থেকে অনেক কম অভিঘাত পাকিস্তান যদি ভারতে খেলতে না আসে। ফলে এই 'যুদ্ধে' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতেরই জয় হল।

হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা হলে তা মানবে না বলে প্রথমে জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু তাদের সেই দাবি ধোপে টিকল না। পিছু হটতে হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে। আইসিসির সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন মহসিন নকভিরা।

পাকিস্তানে খেলতে যাবে না বলে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভারতের চাপে আইসিসি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েছিল, হাইব্রিড মডেল ছাড়া কোনও উপায় নেই। বাধ্য হয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আইসিসিকে পাল্টা শর্ত দিয়ে জানিয়েছিল, হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে তাদের কোনও সমস্যা নেই। তবে এর পর ভারতে কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতা হলে তারাও নিরপেক্ষ দেশে খেলবে। সেই দাবিও মেনে নিয়েছে আইসিসি।

বৃহস্পতিবার আইসিসির বৈঠক ছিল। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভারত বা পাকিস্তানে যে যে আইসিসি প্রতিযোগিতা হবে সেখানে এই দুই দেশ নিরপেক্ষ দেশে খেলবে। অর্থাৎ, পাকিস্তানে কোনও প্রতিযোগিতা হলে যেমন ভারত নিরপেক্ষ দেশে খেলবে, তেমনই ভারতে কোনও প্রতিযোগিতা হলে পাকিস্তান খেলবে নিরপেক্ষ দেশে।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা। আগামী বছরই ভারতে মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ রয়েছে। ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই তিনটি প্রতিযোগিতায় হাইব্রিড মডেলের নিয়ম মানা হবে। আইসিসি আরও জানিয়েছে, ২০২৮ সালে পাকিস্তানে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে। সেই প্রতিযোগিতাতেও এই নিয়ম মানা হবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন ঘিরে সমস্যা মিটলেও এখনও প্রতিযোগিতার সূচি প্রকাশিত হয়নি। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই সূচি ঘোষণা করে দেবে আইসিসি। তখনই বোঝা যাবে, নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে কোন দেশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ খেলবে ভারত।

অশ্বিনের অবসরের ভাবনার কথা জানতেন শুধু দু'জন, দেশে ফিরলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিসবেন টেস্টে ফলো-অন এড়ানোর পর মঙ্গলবার থেকেই ভারতীয় শিবিরের মেজাজ ফুরফুরে ছিল। টেস্ট যে ড্র হতে চলেছে এ নিয়ে সন্দেহ ছিল না কারওরই। সেটাই হয়েছে। তবে পঞ্চম দিনের খেলা শেষের পর রবিচন্দ্রন অশ্বিন যে এ ভাবে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন তা কেউই ভাবতে পারেননি। অশ্বিনের অবসরের ভাবনার কথা জানতেন শুধু দু'জন। জানা যাচ্ছে, গৌতম গম্ভীরের একটি সিদ্ধান্তই অশ্বিনের অবসরের পথ সুগম করে দিয়েছে।

অশ্বিনের অবসরের সিদ্ধান্তের পর একের পর এক তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। তাতে ভারতীয় দলের অন্দরের যোগাযোগের অভাবই আরও প্রকট হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত, দেশের মাটিতে বরাবরই ভাল খেলেছেন অশ্বিন। তবে নিউ জ়িল্যান্ড সিরিজ়ে প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। সে জায়গায় ওয়াশিংটন সুন্দর মাঝপথে দলে ঢুকেই পুণে টেস্টে সফল হয়েছিলেন। ভারত চুনকাম এড়াতে না পারলেও অশ্বিনের বিকল্প যে এসে গিয়েছে তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন গম্ভীর। ওয়াশিংটনকে ভবিষ্যতের এক নম্বর স্পিনার হিসাবেও উল্লেখ করেছিলেন। তাতে অশ্বিন দেওয়াল লিখন পড়ে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, প্রথম একাদশ নিশ্চিত না হলে অশ্বিন অস্ট্রেলিয়া যেতেই রাজি ছিলেন না। নিউ জ়িল্যান্ডের কাছে হারের পর ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করছে তা বুঝতে পারছিলেন তিনি। তবু নির্বাচক এবং রোহিতের আশ্বাসে অস্ট্রেলিয়া যান। অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজার পাশাপাশি ওয়াশিংটনকে তৃতীয় স্পিনার হিসাবে দলে নেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, পার্থ টেস্টে ছিলেন না রোহিত। ফলে প্রথম একাদশ নির্বাচন করেন কোচ গম্ভীরই। সেখানেই অশ্বিনের বদলে প্রথম স্পিনার হিসাবে তিনি ওয়াশিংটনকে খেলান। ধাক্কা খান অশ্বিন। তাঁর সময় যে শেষ এটা বুঝতে দেরি হয়নি। বাকি সিরিজ়ে তাঁর খেলার আর দরকার আছে কি না সেটা ভাবতে শুরু করেন।

চতুর্থত, অবসরের সিদ্ধান্ত রোহিতকে প্রথম জানান অশ্বিন। বলেন, তিনি জুতোজোড়া তুলে রাখতে চান। কারণ ভারতের আর তাঁকে 'দরকার নেই'। রোহিত অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করেন এবং অ্যাডিলেডে খেলানোর আশ্বাস দেন। সেটা পালনও করেছিলেন ভারতের অধিনায়ক।

পঞ্চমত, তৃতীয় টেস্টে আবার বাদ দেওয়া হয় অশ্বিনকে। নেওয়া হয় জাডেজাকে। অশ্বিন আর অপেক্ষা করতে চাননি। সিরিজ়ের মাঝপথেই অবসরের ঘোষণা করেছেন।

ষষ্ঠত, সিডনিতে স্পিনারেরা সাহায্য পেয়ে থাকেন। ফলে অশ্বিনের সেই মাঠে খেলার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। তবে অভিজ্ঞ স্পিনার বুঝতে পেরেছিলেন, স্পিন বিভাগে তাঁর নাম এখন তিন নম্বরে। সিডনিতে খেলার ব্যাপারে এগিয়ে থাকবেন ওয়াশিংটন এবং জাডেজাই। তাই অপেক্ষা করতে চাননি।

পদকজয়ী প্যারা সাঁতারুদের আর্থিক পুরস্কার দিল বেঙ্গল প্যারালিম্পিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে জিতে দায়িত্বে নিয়েছেন চন্দন রায়চৌধুরী। এতদিন আড়ালে থাকা, চাপা পড়ে যাওয়া খেলাগুলোকেই ফের প্রাণ ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন চন্দন রায়চৌধুরী। বাংলায় দেখা গেল অভিনব উদ্যোগ।প্যারা আথলিটদের সংবর্ধনায় আর্থিক পুরস্কারও দিল পশ্চিমবঙ্গ প্যারালিম্পিক সংস্থা। সম্প্রতি গোয়ায় আয়োজিত হয়েছিল প্যারা সুইমিং ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই প্রতিযোগিতায় পদকজয়ীদের উৎসাহিত করতে সম্মান জানায় রাজ্যের প্যারালিম্পিক সংস্থা। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে গোয়ায় পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী। এছাড়াও হাজির হয়েছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক সংস্থার কোষাধ্যক্ষ কেআর শ্রী রাম এবং কল্যাণ চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানে প্যারা সাঁতারুদের প্রশংসা করেন বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী। সেইসঙ্গে বেঙ্গল প্যারালিম্পিক সংস্থার পক্ষ থেকে সোনাজয়ী প্যারা সাঁতারুদের ১০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। রুপোজয়ীদের দেওয়া হয় সাড়ে সাত হাজার টাকা। আর ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের দেওয়া হয় ৫ হাজার টাকা। মোট ১৮ জন ক্রীড়াবিদকে সম্মান জানানো হয়। যার মধ্যে সোনাজয়ী খেলোয়াড় ছিলেন ১২ জন। পাঁচ জন ছিলেন রুপোজয়ী এবং একজন ছিলেন ব্রোঞ্জ পদকজয়ী।

মেলবোর্নে পৌঁছেই মেজাজ হারালেন বিরাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিচন্দ্রন অশ্বিন ব্রিসবেন থেকে দেশে ফিরে এলেও ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছে মেলবোর্নে। চতুর্থ টেস্ট খেলতে বৃহস্পতিবার সকালেই অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে চলে গিয়েছে গোটা দল। তবে মেলবোর্নে পা রেখেই মেজাজ হারাতে দেখা গেল বিরাট কোহলিকে। এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন তিনি।

ভারতীয় দলের ছবি তুলতে মেলবোর্নে জড়ো হয়েছিলেন চিত্র সাংবাদিকেরা। এক এক করে ক্রিকেটার বেরিয়ে আসার পরে ছবি তোলার পালা চলছিল। সমস্যা হয় কোহলি বেরনোর পর। কোহলির ছবি তুলেই ক্ষান্ত ছিলেন না চিত্র সাংবাদিকেরা, তাঁর পরিবারের ছবিও তুলতে যান। তখনই আপত্তি জানান কোহলি। ওই সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়। পরিবারের ছবি তুলতে বারণ করেন তিনি। তর্কের পর এগিয়ে গেলেও আবার পিছনে ফিরে ওই সাংবাদিককে কিছু বলেন।

কোহলি চান না তাঁর দুই সন্তান ভামিকা এবং অকায়ের ছবি প্রকাশ্যে আসুক। এ ব্যাপারে অতীতে সমাজমাধ্যমেও অনুরোধ করেছেন। মাঠে দুই সন্তানকে নিয়ে কোহলির স্ত্রী অনুষ্কা থাকলেও কখনওই তাঁদের সন্তানদের দেখানো হয় না। অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যম সেই কাজ করতে গিয়েই কোহলির রোষের মুখে পড়েছে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

রাহুলের বিরুদ্ধে মহিলা সাংসদের গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর অভিযোগে চিঠি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: এক মহিলা সাংসদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ উঠল। সংসদ চত্বরে হাতাহাতির ঘটনায় এবার রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন বিজেপির এক মহিলা সাংসদ। রাহুল তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে দাবি করলেন নাগাল্যান্ডের সাংসদ ফাংগন কোনিয়াক। উভয় দলের প্রতিবাদ চলাকালীন ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তিকর ভাবে মহিলা সাংসদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা। এর ফলে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি। এই মর্মে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন কোনিয়াক।

নাগাল্যান্ডের মহিলা সাংসদের চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সিঁড়ির ঠিক নীচে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। অন্য দলের সাংসদদের চলাফেরার জন্য জায়গা করেছিল নিরাপত্তারক্ষীরা। হঠাৎই রাহুল গান্ধিজি এবং সঙ্গী সাংসদরা আমার সামনে এসে দাঁড়ান। যদিও পাশেই তাঁদের চলাফেরার জায়গা ছিল।' কোনিয়াক আরও দাবি করেন, 'উনি খারাপ ব্যবহার করেন আমার সঙ্গে, চিৎকার করে কথা বলেন। আমার সঙ্গে তাঁর শারীরিক নৈকট্য এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে আমি একজন মহিলা সদস্য হিসাবে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম।' রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে লেখা অভিযোগপত্রে কোনিয়াক আরও লিখেছেন, 'একসময় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একপাশে সরে দাঁড়াই আমি। কোনও সাংসদের থেকেই এমন ব্যবহার কাম্য নয়।' রাহুলের ব্যবহারে তিনি অসম্মানিত হয়েছেন বলেও জানান কোনিয়াক।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে বেনজির হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস এবং বিজেপি সাংসদরা। তাতে ওড়িশার বালাসোরের সাংসদ প্রতাপ সারেঙ্গীর মাথা ফেটেছে। গুরুতর জখম হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদের সাংসদ মুকেশ রাজপুতও। বিজেপির অভিযোগ, ওই দুই সাংসদই জখম হয়েছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ধাক্কায়। রাহুল গান্ধির ধাক্কায় ফারুখাবাদের সাংসদ মুকেশ রাজপুত পড়ে যান প্রতাপ সারেঙ্গীর ওপর। সারেঙ্গীর মাথা ফেটে রক্ত ঝরে। মুকেশও আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুরের অভিযোগ, কংগ্রেস সাংসদরা সংসদে ঢুকতে গেলে বিজেপি সাংসদরা বাধা দেন। লাঠিসোটা হাতে করে সংসদে এসেছিলেন বিজেপি সাংসদরা। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেকে লক্ষ্য করে স্লোগান সহ কটূক্তি করা হয়। রাহুল গান্ধির নিজের দাবি, 'আমি সংসদে ঢুকতে গেলে বিজেপি সাংসদরা ঘিরে ধরেন। আমাকে ধাক্কা দেওয়া হয়। ধাক্কাধাক্কি বলতে এটুকুই হয়েছে।'

সেনার গুলিতে মৃত্যু ৫ জঙ্গির

কাশ্মীর, ১৯ ডিসেম্বর: দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম এলাকায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালাতেই বৃহস্পতিবার নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হল। ইতিমধ্যে সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ৫ জঙ্গির।

পুলিশ সূত্রে খবর, কাশ্মীরের কাদ্দের এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়ায় নজরদারি চালাচ্ছিল সেনাবাহিনী। এরপরেই কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। জানা যায়, যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু করার পরেই উলটো দিক থেকে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। জওয়ানরাও শুরু করে প্রত্যাঘাত। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দক্ষিণ কাশ্মীরের এই এলাকায় চলে গুলিবৃষ্টি। নিহত হয় পাঁচ জঙ্গি।

গোলান মালভূমিতে ইহুদি মানুষের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ১৯ ডিসেম্বর: গুলি-বোমা-বন্দুক-ক্ষেপণাস্ত্র নয়, জনসংখ্যাই অস্ত্র! সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ যুগের অবসানের পর অধিকৃত গোলান মালভূমি দখলে রাখতে, বিদ্রোহীদের আঁচ থেকে ইজরায়েলকে নিরাপদ করতে এক কোটি ১০ লক্ষ ডলারের বড় পরিকল্পনা বেঞ্জামিন নেতনিয়াহু সরকারের। মূল লক্ষ্য গোলান মালভূমির ইহুদি জনসংখ্যা দ্বিগুণ করা। কীভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে?

বাশার আল আসাদের পতনের পর দ্রুত বদলাচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি। সেখানে ক্রমশ আলগা হচ্ছে রাশিয়ার হাত। এই অবস্থায় সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। ওই হামলার জেরে দেশটির ৮০ শতাংশ অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস হয়েছে বলে খবর। আইডিএফ-এর বক্তব্য, আসাদহীন সিরিয়ায় নৌঘাঁটি, সেনাঘাঁটি-সহ অস্ত্রভাণ্ডারগুলি আল কায়দা, ইসলামিক স্টেট, তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির হাতে পড়লে বিপদ হতে পারে ইজরায়েলের। সেই কারণেই কৌশলগতভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। এর পরেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না নেহানিয়াহু। সেই কারণেই গোলান মালভূমির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বলছে, ১৯৬৭ সালে গোলান দখল করে ইজরায়েল। ১৯৮১ সালে ইজরাইলের মানচিত্রের অংশ হয় ওই ভূখণ্ড। যদিও আন্তর্জাতিক আইনে এখনও এই অঞ্চলকে সিরিয়ার অংশ হিসাবে দেখানো হয়। সম্প্রতি নেতানিয়াহু এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে গোলানের এবং ইজরায়েলের শক্তি বাড়াতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জরুরি হয়ে উঠেছে। অন্যতম কারণ ১৮০০ কিলোমিটার সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্ত রয়েছে এই গোলানেই। নেতানিয়াহু জনিয়েছেন, এই এলাকা ইজরায়েলের অধিকারেই থাকবে, সেখানে ইহুদি মানুষের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। সংখ্যালঘু করে কোণঠাসা করা হবে আরব গোষ্ঠীর লোকেদের।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, বর্তমানে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ পাথুরে গোলান মালভূমিতে বসবাস করেন। এঁদের অর্ধেক জনতা ইহুদি। সেই সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করেছে নেতানিয়াহু সরকার। যাতে করে আরবদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

ফের খুনের হুমকি যোগীকে, বরেলি থেকে গ্রেপ্তার যুবক

এলাহাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর: ফের খুনের হুমকি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। তবে এবার ভিডিয়োবার্তা নয়, সরাসরি ১১২ নম্বরে ফোন করে যোগীকে খুনের হুমকি দিলেন অভিযুক্ত। মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনায় বুধবার উত্তরপ্রদেশের বরেলি থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে হাজির করানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অনিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত হেল্পলাইন ১১২-তে ফোন করে হুমকি দেন, আগামী ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে যোগী আদিত্যনাথকে গুলি করে খুন করবেন তিনি। পাশাপাশি, নিশানায় থাকবেন পুলিশের উচ্চ আধিকারিকরাও। ইজ্জতনগর থানার আধিকারিক ধনঞ্জয় পান্ডে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হুমকি মেলার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামে পুলিশ। যে নম্বর থেকে ফোনটি এসেছিল, তার টাওয়ারের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করতেই দেখা যায় ফোনটি বন্ধ। এরপর অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। বুধবার তাকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। কেন ওই ব্যক্তি হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের হুমকি দিলেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ভুয়ো হুমকি ফোন না কি কোনও পরিকল্পনা করেছে অভিযুক্ত, ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, সে সবও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, দিন দুয়েক আগেই যোগী আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে শেখ আতাউল নামে এ রাজ্যের মালদহ জেলার এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। অভিযোগ, তিনি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপত্তিকর কথাবার্তাও বলেছেন। সেখানেই আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এর পরেই আতাউলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 12/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start-**20/12/2024**, Ends- **04/01/2025.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে **NIT REF NO- 18/ CH-II BDO/ 2024-25 DT. 16.12.2024 (Tender ID:- 2024_ZPHD_786348_1 to 5)** এবং **19/CH-II BDO/ 2024-25 DT. 17.12.2024 (Tender ID:- 2024_ZPHD 786606_1),** তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে **www.wbtenders.gov.in** এ Login করুন বা চন্ডিতলা ২ নির্বাহী আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/480/24-25 Dated 18.12.2024	Construction of Concrete Road from Noapara Gorokhanathtala Panchanna Baba Mandir to Bhowani Nath House & Noapara Maity Lab to Ranjit Ghosh House in Ward No.-10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,58,441.00

Bid Submission end date: **28.12.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/481/24-25 Dated 18.12.2024	Construction of Concrete Road from H/O Nakul Ch. Das to H/O Tarun Ghosh via H/O Amar Ghosh beside Noapara Yubak Club in Ward No.-10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.4,15,641.00

Bid Submission end date: **28.12.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

E-Tender
The Under Noted Tender is being invites online for 02(Two) no. of Work by the **Development officer (Handloom), Contai, Purba Medinipur** regarding Temporary Pandel Amounting **Rs. 14,31,556/-** & Electrification Amounting **Rs. 4,77,400/- ("27th Tant Bastra Padarshani o Mela-2025" at Contai).** Tender Froms & Other details can be obtained from the departmental website **wbtender.gov.in (Direct Site).** Last date of submission of Bid is **06.01.2025 up to 5.00PM. E-NIT No.-DO(H) CONTAI/NIT-01(e)/2024- 25. Tender ID NO-2024_DOTH_787926_1&2.**
Sd/-
DEVELOPMENT OFFICER (HANDLOOM)
CONTAI, PURBA MEDINIPUR

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender করছে। E-NIT-4/2024-25, E-NIT-5/2024-25, E-NIT-6/2024-25, E-NIT-7/2024-25,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 58/NGP/2024-25 to 62/NGP/24-25.** Published date: **20/12/2024 at 05 :00 PM.** Bid submission start date: **20/12/2024 at 05 :00 PM.** Last date of Bid submission: **28/12/2024 up to 12:10 PM.** Date of opening: **30/12/2024 at 12:15 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, বাঁকুড়া ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট, পিন - ৭২২ ১০১, প.ব.
এনআইটি নং : ৫৭৫৪০ তারিখ : ১৯.১২.২০২৪
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়ার অধীন নতুন প্রেমিসেস -**ডিআরএম এর অফিস, খড়গপুর শাখায়** সংস্কার সাধন (আসবাব, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জন্য দেখুন ওয়েবপেজ **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৯.০১.২০২৫ **বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**
রিজিওনাল হেড
রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) MAK-II/NIT/27/2024-25, dated 19.12.2024, Sl- 1 & 2, Fund: SBM(G) & 15TH FC.** Bid submission start date: **19.12.2024 at 2.00 PM.** Last date of Bid submission : **26.12.2024 upto 2.00PM.** Date of opening : **28.12.2024 at 3.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs
NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	32/5th FC/SPGP/ 2024	CONSTRUCTION OF BURNING GHAT AT BAPULI BANDH AT TARANAGAR	168482
2.	33/5th 202434/ 5th FC/SPGP/ 2024	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM HOUSE OF NABAKUMAR HALDAR TO LAND OF BHAGIRATH	202732
3.	34/5th FC/SPGP/ 2024	RENOVATION OF GUEST HOUSE OF OLD GP OFFICE	283016
4.	35/5th FC/SPGP/ 2024	CONSTRUCTION OF BURNING GHAT AT PURNACHANDRAPUR TALTALA SAMSHAN AT PURNACHANDRAPUR	193658

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	20/12/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	26/12/2024 at 11:0 AM
3	Earnest money depositing end date & time	26/12/2024 at 05:00 PM
4	Bid opening date & time	30/12/2024 at 11:0 AM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/478/24-25 Dated 18.12.2024	The Exterior Renovation works at Rabindra Bhavan Auditorium in ward no-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.10,02,417.00
WBMAD/ULB/ RSM/479/24-25 Dated 18.12.2024	Construction of Concrete Road with Covered surface drain at Pragati Pally near Nilu's Gola & near H/O Bhola Da at ward no-19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.10,04,026.00

Bid Submission end date: **06.01.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 212 to 221/2024-2025 Dated. 19-12-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Nadia, Bankura Dakshin Dinajpur, North 24 PGS, Burdwan and Malda District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **20-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **07-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 19.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

NIT No. 01, of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I) Memari (A-I) Sub- Division, Purba Bardhaman
On behalf of the Governor of West Bengal, 01 (One) no. sealed tender consisting of various group as mentioned in Annexure-I in WB Form no 2911(ii) is invited by the Assistant Engineer (A-I), Memari (A-I) Sub-Division, Memari, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar type of works as mentioned in the said N.I.T. For details of said NIT may be available from this office on any working day from 11.00 AM to 2.00 P.M up to 31.12.2024. Last date of application and availability tender paper 31.12.2024, upto 2.00 P.M. and 31.12.2024 after 3.00 P.M. respectively.
Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Memari (A-I) Sub-Division.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

জাকিরের প্রয়াণ, নক্ষত্র পতন সঙ্গীত জগতে

শুভাশিস বিশ্বাস

আর তবলায় বোল তুলবেন না জাকির হুসেন। আমজনতার কাছে যন্ত্রসঙ্গীতের দুনিয়ার দুয়োরানি তবলাকে নয়ের দশকে রাতারাতি ভূভারতে গ্ল্যামারাস করে তুলেছিলেন পণ্ডিত জাকির হুসেনই। কারণ, তবলায় জাকির হোসেন মানেই ম্যাজিক। আর সেই কারণেই তিনি ভূষিত হয়েছেন পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রীতে। ঝাঁকড়া চুল। পাঞ্জাবি-পাজামা। মিষ্টি বোল তুলতে ডাইনা-বাঁয়ায় হাত ছুটতো বিদ্যুত গতিতে। তাঁর ধ্রুপদী ঘরানায় মুগ্ধ হতেন শ্রোতারা। এমন মানুষের চলে যাওয়া নিঃসন্দেহেই এক বিরাট শূন্যতা। জাকির হোসেন প্রয়াত, এই খবর শুনেই অপর এক বিখ্যাত তবলাবাদক বিক্রম ঘোষ লিখলেন, ‘আজ তালের জগৎ তার ‘সম’ হারালো। ‘সম’ হল তাল শুরু হওয়ার মাত্রা। আমাদের সকলের জীবনেই উস্তাদ জাকির হুসেন ছিলেন ঠিক সেরকমই। যাঁকে ঘিরে তালের ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরত। ওঁর চলে যাওয়াটা ভীষণ অকল্পনীয়।’

সঙ্গীত জগতের নক্ষত্র বললেও বোধ হয় কম বলা হয় উস্তাদ জাকির হুসেনকে। তাঁকে চেনেন না বা তাঁর নাম শোনেননি, এমন মানুষ খুবই কম। সেই জাকিরই গুরুতর অসুস্থ, এমন খবরটা প্রথম আসে রবিবার বিকেলে। তা জানান শিল্পীর শ্যালক আয়ুব আউলিয়া। সঙ্গে এও জানান, গত কয়েকদিন ধরেই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর এক হাসপাতালের আইসিইউ-তে। তবে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অনুরাগীদের প্রার্থনা করতে বলেন তিনি। জাকিরের এই অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ বাড়ছিল ভক্তদের মধ্যে। রবিবার সন্ধের পর থেকে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করন অনেকেই। অন্যদিকে কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন তবলা মায়েস্ত্রো। সেখানকার চিকিৎসকেরা চেষ্টা চালালেও রক্তচাপ ও হৃদযন্ত্রের সমস্যার কোনও উন্নতি হয়নি। অবশেষে সোমবার ভোর হতে না হতেই এল দুঃসংবাদ। ৭৩ বছর বয়সে ফুসফুসের রোগ ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস কেড়ে নিয়েছে তবলার জাদুকরকে।

বিশ্ব ধ্রুপদী সঙ্গীতবাদ্যের জগতে এক নক্ষত্রের নাম জাকির হোসেন। পদ্মশ্রী থেকে পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, গ্র্যামি- সব সম্মানেই তিনি সম্মানিত। তবলাবাদক, সুরকার, সঙ্গীতজ্ঞ জাকির আল্লা রাখা কুরেশির জন্ম ১৯৫১ সালের ৯ মার্চ। কিংবদন্তি তবলাবাদক আল্লা রাখার জেষ্ঠ সন্তান তিনি। জন্মানোর পর দ্বিতীয় দিনে বাড়ি ফিরে শিশু জাকিরকে তাঁর বাবা উস্তাদ আল্লা রাখার কোলে দেওয়া হয়, শিশুপুত্রের কানে প্রার্থনাসূচক কিছু কথা বলার জন্য। সেটাই রীতি। আল্লা রাখা পুত্রকে কোলে নিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তবলার বোল শোনালেন। জাকিরের মা তা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এটা তিনি কী করছেন। উত্তরে আল্লা রাখা জানিয়েছিলেন, এটাই তাঁর প্রার্থনা। কারণ, তিনি তো এভাবেই বন্দনা করেন তাঁর দেবী সরস্বতী, গণেশকে। এ বিদ্যা তিনি শিখেছেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে। যা উত্তারাধিকার সূত্রে দিয়ে যেতে চান তাঁর পুত্রের মধ্যেও।’ এই ভাবেই শুরু জাকিরের শিক্ষার। সেই ছোট থেকে প্রত্যেক দিন নিয়ম করে প্রায় ঘণ্টাখানেক শিশুপুত্রকে তবলার বোল সোনাতেন আল্লা রাখা। তিন বছর বয়সে যখন ছোট্ট জাকির তবলায় হাত রাখতে পারল, তখন বাবা আল্লা রাখা সামনে থাকতেন না। আড়াল থেকে দেখতেন তবলা নিয়ে কী করে এই ছোট্ট জাকির। দেখতেন চেষ্টা সে করছে। তবে আল্লা রাখার কিছু ছাত্র মাঝেমধ্যে জাকিরকে কিছু কিছু জিনিস দেখিয়ে দিতেন।

তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত এর কোনও অন্যথা করেননি আল্লা রাখা। তবে ততদিনে জাকিরের রক্তে প্রবেশ করে গেছে তবলার বোল।

এখানে একটা কথা বলতেই হয়, উস্তাদ আল্লা রাখা এক দিকে জাকিরের বাবা ছিলেন যেমন ঠিক তেমনই অন্যদিকে ছিলেন তাঁর গুরু। বাবা হিসাবে ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ। কিন্তু গুরু হিসাবে ছিলেন খুব কঠোর প্রকৃতির। ছেলে বলে জাকির কখনও বাড়তি সুযোগ পাননি। জাকির যখন ওঁর সামনে বসে শিখেছেন অন্য ছাত্রদের সঙ্গে, তখন তাঁর পরিচয় ছিল তিনিও অন্যদের মতো ওঁরই এক ছাত্র। এই ভাবেই জন্ম থেকেই সুর যেন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর শিরা উপশিরায়।

এরই পাশাপাশি মুম্বইয়ের সেন্ট মিচেল স্কুলে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর স্নাতক হন মুম্বইয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে। এরই মাঝে সাত বছর বয়সে মঞ্চে একক অনুষ্ঠান করেন। এরপর আরও এক মাইলস্টোন বলতে, ২২ বছর বয়সে ১৯৭৩ সালে বিটলস খ্যাত জর্জ হ্যারিসনের মিউজিক অ্যালবাম ‘লিভিং ইন দ্য মেটেরিয়াল ওয়ার্লড-এ সঙ্গত দেওয়া। শুধু হ্যারিসনই নয়, সঙ্গীত জীবনের শুরুতেই ভ্যান মরিসনের মতো শিল্পীর সঙ্গেও কাজ করেছেন জাকির। তবলায় সঙ্গত করেছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ আমজাদ আলি খানদের মতো দিকপালেদের। কাজের সুবাদে কম বয়সেই হয়ে উঠেছিলেন আন্তর্জাতিক মানের এক শিল্পী। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সুরসৃষ্টি করেছেন। মালায়লাম ছবি ‘বনপ্রস্থম’-এর সঙ্গীত তৈরির পাশাপাশি অভিনয়ও করেন জাকির। ছবিটি কানে-সহ একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত হয়। এই জাকিরের হাত দিয়েই ১৯৭৩ সালে ব্রিটিশ জ্যাজ গিটারবাদক জন ম্যাকলক্ লিন, বেহালাবাদক এল শঙ্কর, ঘটম-বাদক টিএইচ বিনায়ক্কমের সঙ্গে তবলায় জন্ম নেয় ফিউশন ব্যান্ড ‘শক্তি’। হিন্দুস্তানি ও কর্নাটকি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় আমেরিকান কনটেম্পোরারি জ্যাজ। ‘শক্তি’র বাদন পশ্চিমি সঙ্গীতের জগতেও এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। কারণ, ইন্দো-জ্যাজ ফিউশনের বিষয়টি সত্তর দশকের গোড়ায় ছিল একেবারে নতুন। ১৯৭৬-এ প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ পায় ‘শক্তি’র। ২০২৩-এ প্রকাশিত হয় চতুর্থ তথা শেষটি।

এর পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত পরিচালক ইসামাইল মার্চেন্টের একাধিক ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জাকির হোসেন। শিল্পীর তালের জাদুতে মুগ্ধ হতে দেখা যায় প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মতো ব্যক্তিত্বকেও। ২০১৬ সালে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ‘অল স্টার জ্যাজ গ্লোবাল কনসার্টে’ অংশ নেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, ২০২২-এ শেষবার কলকাতায় এসে অনুষ্ঠান করে যান তিনি।

পারিবারিক ঘরানার বাইরে গিয়ে কত্থক নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক আনতোনিয়ার মিনেকোলাকে বিয়ে করেছিলেন জাকির হোসেন। এই আনতোনিয়াই একসময় ছিলেন জাকির হোসেনের ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে। এরপর জাকির এবং আনতোনিয়া মিনেকোলার কোল আলো করে আসে দুই মেয়ে। আনিসা কুরেশি আর ইসাবেলা কুরেশি। দুজনেরই জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে। বড় মেয়ে আনিসার বয়স ৩৯ বছর। ইউনিভার্সিটি অব কালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে স্নাতকোত্তর। এরই পাশাপাশি পেশায় একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজকও। আর ছোট মেয়ে ইসাবেলা কুরেশির বয়স ৩৭ বছর। ইসাবেলা আবার নৃত্যশিল্পী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নাচ নিয়ে ডিগ্রিও রয়েছে তাঁর। জাকির হোসেন সব সময় চাইতেন, তাঁর সন্তানেরা গতে বাঁধা কাজের বাইরে সৃজনশীল কিছু করে দেখাক। বোধহয় বাবার এই চাওয়াতেই সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হন আনিসা ও ইসাবেলা। এদিকে দাদুর সঙ্গে বড় মধুর সম্পর্ক ছিল ন বছরের নাতনি জারার। জারা আনিসার মেয়ে। মাঝেমধ্যেই নাতনির সঙ্গে ছবি পোস্ট করতেও দেখা যেত দাদু জাকিরকে।

সঙ্গীত জগতে এই বিরাট নক্ষত্র পতনে শোকাহত এ আর রহমানও। অতীতে একসঙ্গে কাজ করলেও কেন আর উস্তাদের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন না, সেই আক্ষেপ ঝরে পড়ে তাঁর কথায়। জাকির হুসেনের প্রয়াণের খবর পাওয়ার পর এ আর রহমান লেখেন, ‘জাকির ভাই ছিলেন আমাদের অনুপ্রেরণা। তিনি অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তবলাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে তোলার একজন অন্যতম মূল কান্ডারি তিনি। ওঁর এই চলে যাওয়া আমাদের সকলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। ওঁর সঙ্গে আর কখনও কাজ করতে পারব না। এই আক্ষেপ আমার রয়েই গেল। আমরা একসঙ্গে একটা অ্যালবাম করব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তা আর হল না। কয়েক দশক আগে যদিও আমার ওঁর সঙ্গে কাজের সুযোগ হয়েছিল। সত্যিই আপনাকে খুব মিস করব।’

চলতি বছরেও গ্র্যামি পুরস্কার পেয়েছিলেন জাকির হুসেন। বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম হিসেবে ‘শক্তি’ ব্যান্ডের গানের অ্যালবাম ‘দিস মোমেন্ট’ পুরস্কার পায়। ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী শঙ্কর মহাদেবন এবং তবলাবাদক ছিলেন তিনি। এই জুটির হাত ধরেই ২০২৪ সালে ভারতে গ্র্যামি আসে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, সাতবার গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। ৪ বার এই অ্যাওয়ার্ড পান কিংবদন্তি জাকির। ৬৬ তম গ্র্যামি পুরস্কারের মঞ্চে তিন-তিনটি পুরস্কার পেয়েছিলেন তবলার এই জাদুকর। বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক পারফরম্যান্স, বেস্ট কনটেম্পোরারি ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যালবাম এবং বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক বিভাগে পুরস্কারে সম্মানিতও হন। আর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জাকির হুসেন যখন গ্র্যামি পুরস্কার পেয়েছিলেন তখন রহমান তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছিলেন, ‘ভারতে গ্র্যামি বৃষ্টি হচ্ছে। অভিনন্দন জাকির ভাই।’

জাকির মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন তাঁর সৌম্যকান্তি চেহারা এবং সদা হাস্যময় ব্যক্তিত্বের জন্যও। সবচেয়ে বড় কথা, ক্যামেরার সামনেও ছিলেন সপ্রতিভ। জাকিরের আর এক পরিচয় অভিনেতা হিসাবে। ১৯৮৩ সালে মার্চেন্ট-আইভরির ছবি ‘হিট অ্যান্ড ডাস্ট’-এ তিনি প্রথম অভিনয় করেন। তার পরে কয়েকটি ছবিতে ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করলেও ১৯৯৮-এ সাই পরাঞ্জপে পরিচালিত ‘সাজ’ ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন জাকির। উল্লেখ্য, ‘সাজ’ রাহুল দেব বর্মণের জীবনের একটি বিশেষ পর্বের উপর আধারিত। জাকির পর্দায় রাহুলের চরিত্রটিতেই অবতীর্ণ হন। এই ছবির অন্যতম সুরকারও ছিলেন তিনিই। চলতি বছরেও পর্দায় দেখা গিয়েছে জাকিরকে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ পরিচালক দেব পটেলের প্রথম ছবি ‘মাংকি ম্যান’-এও অভিনয় করেন জাকির। শুধু অভিনয় নয়, বেশ কিছু ছবির সঙ্গীতকার হিসেবেও কাজ করতে দেখা গেছে অপর্ণা সেন পরিচালিত ২০০২-এর ছবি ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার’-ও। একইসঙ্গে বলতে হয়, ‘জাকির হুসেন অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস’, ‘দ্য স্পিকিং হ্যান্ডে’র মতো একাধিক তথ্যচিত্রের কথাও।

শিল্পী জাকির হোসেনের প্রয়ানের খবর পেয়ে বিশিষ্ট শিল্পী তন্ময় বসু জানান, ‘পদ্মভূষণ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ একবার উস্তাদ জাকির হুসেনের বাজনা সম্পর্কে বলেছিলেন উনি ‘কৃষ্ণা অফ তবলা।’ শিল্পী হিসেবে যেন সমস্ত রংকে নিজের সঙ্গীতের মধ্যে সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিতে পারতেন। ওঁর অবদান সম্পর্কে যদি বলতে হয়, কিংবদন্তিদের মৃত্যু হয় না তাঁরা অমর। সঙ্গীতের জগতে ওঁর যা অবদান, আমি কখনই বলতে পারি না যে উনি চলে গিয়েছেন। কারণ, একার হাতে তিনি বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তবলাকে। আমাদের দিয়ে গিয়েছেন নিজস্ব এক ধারা। পরবর্তী প্রজন্মের আমরা যাঁরা এবং আমাদের পরের প্রজন্মের সবাই কোনও না কোনওভাবে ওঁর শিল্প দ্বারা প্রভাবিত।’ আর এটাও সত্য যে, জাকির হুসেন নশ্বর দেহ ত্যাগ করে বিদায় নিলেও তাঁর সুর সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে বেজেই চলবে।

কেন প্রসেনজিৎ ভাবলেন না, যে রচনার সঙ্গেও প্রেম করা যায় ?

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনে একাধিক অধ্যায়। একাধিক সেলেবের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হওয়া রচনার অন্দরমহলের কাহিনি জানতে কেই বা না চায়। যদিও রচনা খোলা মনেই সমস্তটা শেয়ার করে থাকেন। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহু হিট ছবি উপহার দিয়েছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মজা করে একবার রচনা বলেই বসেছিলেন, কেন প্রসেনজিৎ ভাবলেন না রচনার সঙ্গেও প্রেম করা যায় ? শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় জি বাংলার টক শো অপুর সংসারে এসে খোলা মনে আড্ডায় মেতেছিলেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসেনজিতের গোপন রহস্য ফাঁস করেছিলেন অভিনেত্রী। পর্দায় যিনি দাপুটে হিরো, ব্যক্তিজীবনে তিনি বেজায় ভীতু।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, প্রসেনজিতের সঙ্গে তাঁর কনসার্ট করতে সব থেকে বেশি ভয় লাগত। হাতে অনেকটা সময় নিয়ে বেরতেন তিনি। আর তাঁর গাড়িতে উঠলে তো রক্ষা নেই। গাড়ি মোটেও ৪০-এর ওপরে উঠবে না। বেশি জোরে গাড়ি চলুক পছন্দ করেন না অভিনেতা। এমন কি তাঁকে দেখতে যখন বিপুল সংখ্যাক দর্শকদের সমাগম ঘটে, তখন তিনি রীতিমতো সেখান থেকে লুকিয়ে থাকেন। তিন ঘন্টার রাস্তা ৬ ঘণ্টা ধরে যান বলেই জানান রচনা। এদিন তিনি সম্পর্ক নিয়েও মুখ খোলেন, বলেছিলেন, যারা আমরা এই পেশায় (অভিনয়) কাজ করি, বিশেষ করে মেয়েরা, তাঁদের এমন কাউকে বিয়ে করা উচিত, যাঁরা এই পেশাটাকে বুঝবে। যদি এই পেশার মানুষ হন, খুবই ভাল, নয়তো, সেই বোধটা থাকা প্রয়োজন। তেমন মানুষের সঙ্গেই সংসারটা করা উচিত। কারণ আমাদের পেশাটা এতটা আলাদা অন্যদের থেকে, সেটা বোঝা, জানা, সেই মানুষটাকেও অনেক ক্ষেত্রে অনেকটা মানিয়ে নিতে হয়। নয়তো সুখের ঘর হওয়া খুব মুশলিক।’

অস্কার দৌড়ে নেই ইমনের গান

অস্কার দৌড় থেকে ছিটকে গেল ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া গান ‘ইতি মা’। ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘পুতুল’ ছবির গান শেষ পর্যন্ত জায়গা করে নিতে পারল না সেরা ১৫’র তালিকায়। অস্কারের সেরা ৮৯ টি গানের তালিকায় নিজের জায়গা করতে পারলেও অস্কারের চূড়ান্ত দৌড়ে টিকে থাকতে পারল না ইমনের গান। ‘ইতি মা’ গানটি লেখেন গীতিকার অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং সুর দিয়েছেন সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়। অস্কারের সেরা ৮৯ টি গানের তালিকায় জায়গা করার পর সকলেই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। ইমনকে শুভেচ্ছায় ভরিয়েছিলেন সবাই। শুধু তাই নয় ইমনও যে খুব খুশি ছিলেন সে কথাও জানিয়েছিলেন। অস্কার দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার খবরও নিজেই জানালেন ইমন। নিজের ফেসবুকের পাতায় তিনি লেখেন, ‘অস্কারে সেরা ১৫ গানের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে পারেনি ইতি মা।’ উল্লেখ্য, অস্কারের মঞ্চে সেরা মৌলিক গানের তালিকায় প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছিল ৮৯টি গান এবং সেরা মৌলিক ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল মোট ১৪৬টি গান। সেই তালিকাতেই ছিল ইমন চক্রবর্তীর ‘ইতি মা’ গানটি। ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় ছবি ‘পুতুল’ কান ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নিয়েছে। সেই ছবিরই গান ‘ইতি মা’। চলতি বছর শিশু দিবসেই মুক্তি পেয়েছিল গানটি। তবে এত দূর পর্যন্ত যে এগোবে সেটাই ভাবতে পারেননি অনেকে। তাই যতটুকু পেয়েছেন তাতেই খুশি ছবির পরিচালক।